মার্কসের ক্যাপিটাল

সুপ্রকাশ রায়

মার্কস যদি '**যুক্তিবিদ্যা**' না-ও রেখে যান, তিনি রেখে গেছেন 'পুঁজি'-র **যুক্তি**... 'পুঁজি'তে প্রযুক্ত হয়েছে একই বিজ্ঞানের প্রতি যুক্তিবিদ্যা, দ্বন্দ্বতত্ত্ব এবং বস্তুবাদের জ্ঞানতত্ত্ব।

—*লেনিন*

কমিউনিস্ট পার্টি সমালোচনাকে ভয় করে না, কারণ আমরা মার্কসবাদী, সত্য আমাদের পক্ষে এবং জনসাধারণ—শ্রমিক ও কৃষকেরা আমাদের পক্ষে।

—*মাও সেতুঙ*

এই গ্রন্থের চূড়ান্ত
লক্ষ্যই হল আধুনিক
সমাজের গতির
অর্থনৈতিক নিয়ম
প্রকাশ করা।

—*কার্ল মার্কস*

পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের
অভ্যুদয়ের পর থেকে
পৃথিবীতে শ্রমিকদের জন্য
এর মতো এমন গুরুত্বসম্পন্ন
একটি বইও বের হয় নি, যেটি
আমাদের সামনে উপস্থিত
করা হয়েছে। পুঁজি ও শ্রমের
মধ্যে সম্পর্ক — এটা সেই
অক্ষদণ্ড যার চারিপাশে
আবর্তিত হচ্ছে আমাদের
কালের সমস্ত সামাজিক
ব্যবস্থা, — সর্বপ্রথম এখানে
বিজ্ঞানসম্মতভাবে
বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

—এঙ্গেলস

MARXER CAPITAL
(CAPITAL of Carl Marx)
by
Suprakash Roy

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর ১৯৬৯
দ্বিতীয় র‍্যাডিকাল সংস্করণ :
অক্টোবর, ১৯৯৮
তৃতীয় সংস্করণ :
জানুয়ারি, ২০০৯

প্রচ্ছদ :
অদীপ চক্রবর্তী

মুদ্রক :
গুপ্ত প্রেস
৩৭/৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক :
অরুণকুমার দে
র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন
৪৩, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২২৪১-৬৯৮৮

ISBN 81-85459-84-3

৩০ টাকা

সকল দেশের
শ্রমিকশ্রেণী
একতাবদ্ধ
হও।

"একশো বছর আগের মতোই এখনো সমাজের নিচুতলার শ্রমিকরা উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরী করছে আর সমাজের মাথার উপর বসে উঁচুতলার লোকগুলি তাই আত্মসাৎ ক'রে মোটা হয়ে উঠছে। এই আত্মসাৎ করার ব্যাপারটা ঠিক সাবেক দিনের মত এক পদ্ধতি ধরে যে চলেছে তা নয়, তবে উদ্বৃত্ত মূল্য উদ্বৃত্ত মূল্যই।"

— কার্ল মার্কস

"যারা অপরের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে, শ্রমিকশ্রেণী তাদের উৎখাত করবেই।"

— কার্ল মার্কস
'ক্যাপিটাল' প্রথম খণ্ড।

লেখক-জীবনী

প্রকৃত নাম সুধীর ভট্টাচার্য — যদিও তিনি লেখক হিসাবে 'সুপ্রকাশ রায়' নামেই সুপ্রসিদ্ধ। তিনি আরও দুটো ছদ্মনামে পরিচিত — কাফি খাঁ এবং বিজন সেন। জন্ম অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল। ছাত্র জীবনেই তিনি 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরে কলকাতায় এসে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ পুলিশের নেক্-নজরে পড়েন। ফলে ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তাঁকে 'হিজলি ডিটেনশন্ ক্যাম্প' এবং 'বহরমপুর ডিটেনশন্ ক্যাম্প'-এ থাকতে হয়। এই জেল জীবনে তিনি ভারতের সংগ্রামের ইতিহাস লেখায় নিজেকে নিয়োজিত করে গভীর অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নিজের নৈতিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি ট্রাম শ্রমিকদের আন্দোলনে পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৬৪ সালে পার্টি দু-টুকরো হয়ে গেলে তিনি ইতিহাস লেখায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন — যে কাজে তিনি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ব্রতী ছিলেন। 'মাও সেতুঙ'-এর জীবনীকার সুপ্রকাশ রায়ের শেষ জীবনের ইচ্ছা ছিল স্তালিনের জীবনী — শুরু করেও ছিলেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি।

১৯৯০ সালের ২১ ডিসেম্বর ৭২ বছর বয়সে মারা যান সুপ্রকাশ রায় অভাবনীয় দারিদ্রকে সাথী করে। আগেই ওঁনার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছিল — যিনি নিজেও ছিলেন একজন স্কুল-শিক্ষিকা। এক পুত্র, এক কন্যা — পুত্র দুর্ঘটনায় অপ্রকৃতস্থ, কন্যাও কিছুটা। পেশায় তিনি ছিলেন শিক্ষক — ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতার 'হেয়ার স্কুলে' শিক্ষকতা করেন।

১৯৭২ সালে সুপ্রকাশ রায় 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' হিসাবে তাম্রপত্র পান — যা পরবর্তীকালে ওঁনার কন্যা অভাবের তাড়নায় কাগজওয়ালার কাছে দশ টাকা মূল্যে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন।

ভূমিকা

"শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজনীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে ক্যাপিটাল-এর মত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।" —ফ্রেডরিখ্ এঙ্গেল্স

যাঁরা 'ক্যাপিটাল' পড়তে চান তাঁরা শুরুতে অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে কিছু প্রাথমিক বই পাঠ করে নেবেন। 'ক্যাপিটাল' প্রাথমিক পাঠের গ্রন্থ নয়। পাঠক অত্যন্ত মনোযোগসহকারে প্রথমে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' এবং সেই সঙ্গে 'প্রিন্সিপলস অব কমিউনিজম' পুস্তিকাটি পড়বেন, পড়বেন এঙ্গেলস্-এর 'সমাজতন্ত্র: কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক' বইখানা যার মধ্যে মার্কস-এর 'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' বা Theory of Surplus Value আলোচিত হয়েছে। মার্কসের লেখা দুটি পুস্তিকা, 'শ্রম-শক্তি ও মূলধন' 'মূল্য, দর ও মুনাফা' পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পড়বেন লেনিনের পুস্তিকা 'কার্ল-মার্কস-এর শিক্ষা, এঙ্গেলস্-এর 'কার্ল মার্কসের সমাধিস্থানে বক্তৃতা' ও 'কার্ল-মার্কস্ এবং তাঁর ক্যাপিটাল প্রসঙ্গে' বা On Capital বইটি। পড়বেন লেনিনের 'জনগণের বন্ধু কারা,' ও 'কৃষি বিষয়ক প্রশ্নাবলী'র উপর, বই দুটি।

পলিটিকাল ইকোনমি বা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির বিজ্ঞান-ভিত্তিক বনিয়াদটি রপ্ত করে পাঠক এবার 'ক্যাপিটাল' পড়তে শুরু করবেন।

'ক্যাপিটাল' পাঠের প্রাথমিক অসুবিধার কথা মার্কস্ নিজেই উল্লেখ করে বলেছেন যে, এ ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে তিনি অপারগ। কারণ "বিজ্ঞানের পথ সহজ নয় এবং যাঁরা সত্যিই গিরিশৃঙ্গে উঠবার খাড়াইয়ের কথা মনে করে ক্লান্তিতে ভীত হয়ে পড়বেন না, তাঁরাই শুধু (খাড়াই উৎরিয়ে) আলোকোদ্ভাসিত শৃঙ্গচূড়া দেখতে পাবেন।" ['ক্যাপিটাল,' ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১, মস্কো সংস্করণ]

সব দেশেই বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্রবর্তীতার সূচকচিহ্ন হিসাবে 'ক্যাপিটাল' মহাগ্রন্থের প্রকাশনটি বিচার হয়ে থাকে। চীন, ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে 'ক্যাপিটাল-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে বহুপূর্বে। কারণ শ্রেণীসংগ্রামের এই অমোঘ অস্ত্রখানা শ্রেণীসচেতন শ্রমিকদের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে

শ্রমিকদের পরিচালকের ভূমিকায় নিয়ে যেতে সাহায্য করে সর্বাধিক। সুবৃহৎ গ্রন্থখানা শ্রমিকদের কেনা অসুবিধা হতে পারে বলে বহুদেশেই প্রথমে এর ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থটিতে লেনিন লিখিত কার্ল মার্কসের জীবনী যুক্ত করলাম—যা গ্রন্থটিকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

র‍্যাডিকাল প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই :

ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭)
মহাবিদ্রোহ ও তারপর
সাঁওতাল বিদ্রোহ
তেভাগা সংগ্রাম
তেলেঙ্গানা বিপ্লব
গান্ধীবাদের স্বরূপ
জাতিসমস্যায় মার্কসবাদ
কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো : সংগ্রামের দিশা
মাও সেতুঙ
চীন বিপ্লব ও চীনের কৃষক

শ্রেণী-সংগ্রামের অমোঘ অস্ত্র : কার্ল মার্কসের মহাগ্রন্থ

ক্যাপিটাল

।। এক ।।

মার্কস বলেছিলেন **ক্যাপিটাল** (মূলধন) গ্রন্থখানি তাঁর সারা জীবনের কর্মসাধনারই ফল। কেবল এই গ্রন্থখানি রচনা করতেই তাঁর লেগেছিল দীর্ঘ সতের বছর। রচনার আয়োজন চলেছিল আরও বহু বছর ধরে।

ক্যাপিটাল গ্রন্থ বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভার মহত্তম কীর্তি। এই মহাগ্রন্থের প্রকাশনার পর থেকেই ধনতান্ত্রিক শোষণ আর দাসত্ব থেকে শ্রমিকশ্রেণী তার মুক্তিলাভের সংগ্রামে এক সুদূরপ্রসারী বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে এসেছে। মার্কস তাঁর এই মহাগ্রন্থেই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পর বজ্রকণ্ঠে ধনতন্ত্রের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিলেন। সেই বজ্রধ্বনি আজও সারা বিশ্বময় প্রতিধ্বনিত হয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীকে মৃত্যুভয়ে কাঁপিয়ে তুলছে, আর ধনতন্ত্রের উপর শেষ আঘাত হানবার জন্য আহ্বান করছে শ্রমিকশ্রেণীকে।

ধনতন্ত্রেরই গর্ভ চিরে জন্ম নিয়েছে শ্রমিকশ্রেণী। শ্রমিকশ্রেণীরই ইতিহাস নির্দিষ্ট কর্তব্য মানবসমাজের বুক থেকে ধনতন্ত্রের মূলোৎপাটন। বৈপ্লবিক সংগ্রাম দ্বারা শ্রমিকশ্রেণী যাতে ধনতন্ত্রের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলতে পারে তার জন্যই মার্কস তাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন তাঁর **ক্যাপিটাল** গ্রন্থরূপ মহাস্ত্রখানি।

।। দুই ।।

মার্কসের মতাদর্শ ব্যাখ্যাত ও প্রমাণিত করা হয়েছে মার্কসের **ক্যাপিটাল** গ্রন্থে। এই গ্রন্থে বিশ্লেষিত ও প্রমাণিত মার্কসবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছেন :

"মার্কসীয় মতাদর্শে কঠোর ও চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিকতা আর বৈপ্লবিকতার সমাবেশ ঘটেছে। এ সমাবেশ কোন আকস্মিকতার ফল নয়। এ সমাবেশের কারণ কেবল এই নয় যে, মার্কসীয় মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতার চরিত্রে বৈজ্ঞানিক ও বিপ্লবীর গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল, এর আরও কারণ এই যে এই মতাদর্শের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসাবেই এর মধ্যে এই গুণের সমাবেশ ঘটেছে।

[V.I. Lenin, *Collected Works*, Vol. I., P.308]

মার্কসীয় মতাদর্শের মত মার্কসের **ক্যাপিটাল** গ্রন্থের মধ্যেও লেনিন-বর্ণিত "কঠোর ও চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিকতা আর বৈপ্লবিকতার" পূর্ণ সমাবেশ ঘটেছে। এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যই গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সুস্পষ্ট এবং গ্রন্থখানি বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

ধনতন্ত্রের ধ্বংস সাধন আর সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা — এই দুই মহান কর্তব্যভার ইতিহাসই ন্যস্ত করেছে শ্রমিকশ্রেণীর উপর। এক সময় সামন্ততন্ত্র সৃষ্টি করেছিল বুর্জোয়াশ্রেণীকে। বুর্জোয়াশ্রেণী এই সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে প্রতিষ্ঠা করেছিল ধনতন্ত্রের। শ্রমিকশ্রেণী এই ধনতন্ত্রেরই সৃষ্টি। এখন শ্রমিকশ্রেণীরই কর্তব্য ধনতন্ত্রের ধ্বংস সাধন আর সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ক'রে মানবসমাজকে চিরতরে শোষণ-উৎপীড়ন থেকে মুক্তিদান। এই হল শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি ইতিহাসের নির্দেশ।

শ্রমিকশ্রেণী ইতিহাসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শ্রেণী। শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেইভাবেই নিজেকে গড়ে তুলতে হবে শ্রমিকশ্রেণীকে। তার জন্যই তাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে সমাজ-বিবর্তনের সূত্র আর ধারাটিকে। কিভাবে সমাজ বিভিন্ন স্তর অতিক্রম ক'রে বর্তমান ধনতন্ত্রের স্তরে এসে পৌঁছাল, কিভাবে সমাজে শোষণ-উৎপীড়নের সৃষ্টি হল, কিভাবে শ্রমিকশ্রেণী তার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মূলধনীদের শোষণের শিকারে পরিণত হল, সেই শোষণের রূপ কি, কেন শ্রমিকশ্রেণীকেই তার নিজের এবং সমগ্র মানবসমাজের মুক্তির

জন্যই ধ্বংস করতে হবে ধনতন্ত্রের ভিত্তি আর কাঠামোটাকে, মূলটাকে উপড়ে ফেলতে হবে সমস্ত রকমের শোষণ-ব্যবস্থার, আর কেনই বা এসব হল শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস-নির্দিষ্ট কর্তব্য — এসবই জানতে হবে, বুঝতে হবে তাদের। শ্রমিকশ্রেণীকে সেই শিক্ষা, সেই বৈপ্লবিক দৃষ্টি ও বিশ্বচেতনা দেবার ভার নিলেন কার্ল মার্কস্। এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হল তাঁর মহাগ্রন্থ **ক্যাপিটাল**। মার্কস্ আবির্ভূত হলেন শ্রমিকশ্রেণীর তত্ত্বকার, শিক্ষক আর নায়ক রূপে।

এঙ্গেলস্-এর সহযোগিতায় মার্কস সৃষ্টি করলেন এক নতুন বিশ্বদৃষ্টি। সেই বিশ্বদৃষ্টি হল বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনসাধারণের মূল স্বার্থের তত্ত্বগত প্রকাশ, আর সেই স্বার্থরক্ষার সংগ্রামের রক্তরঞ্জিত পথের নির্দেশ। এই বিশ্বদৃষ্টিই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টি করেছে এক দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। শ্রমিকশ্রেণীর রক্তপতাকা সেই বিশ্বদৃষ্টি, সেই স্বার্থরক্ষার পথ আর আত্মপ্রত্যয়ের উজ্জ্বলতম প্রতীকরূপে উড্ডীয়মান। তাই স্তালিন লিখেছেন :

> "মার্কসবাদ কেবল সমাজবাদেরই তত্ত্ব নয়, মার্কসবাদ হল এক সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টি, এক নতুন দার্শনিক পদ্ধতি। সেই বিশ্বদৃষ্টি বা দার্শনিক পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে এসেছে মার্কসের শ্রমিক-সমাজবাদ।"

[J.V. Stalin, *Works,* Vol. I., P.297]

এই বিশ্বদৃষ্টির মূল তত্ত্বই সমগ্র **ক্যাপিটাল** গ্রন্থের বিষয়বস্তু। সামগ্রিক বিচারে এই গ্রন্থ হল সমাজবাদের এক পূর্ণাঙ্গ বিশ্বকোষ। ধনতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের প্রত্যেকটি দিকের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা রয়েছে এই গ্রন্থে। এতে আছে সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন-ধারা এবং সামাজিক জীবনের মূল নিয়মাবলীর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ। মার্কস্ এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে এক অজেয় ও অব্যর্থ অস্ত্র তুলে দিয়েছেন শ্রমিকশ্রেণীর হাতে।

ক্যাপিটাল গ্রন্থের আর এক নাম অর্থাৎ দ্বিতীয় শিরোনাম 'এ ক্রিটিক অফ্ পলিটিকাল ইকোনমি' (A Critique of Political Economy —

বা 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির তত্ত্ববিচার')। ধনতন্ত্রের গোড়ার দিকের সকল বুর্জোয়া আর্থনীতিক তত্ত্বকারদের সকল তত্ত্বের কঠোর ও গভীর বিচার-বিশ্লেষণের পরেই মার্কস্ শ্রমিকশ্রেণীর তত্ত্বকার রূপে সমগ্র রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির (আধুনিক পরিভাষায় শুধু 'অর্থনীতি') বিচার করতে বসেছেন। এই আর্থনীতিক তত্ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োগ করেছেন 'দ্বন্দ্ব-প্রগতিমূলক বস্তুবাদ' (Dialectical Materialism) এবং 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' (Historical Materialism)। এই দ্বন্দ্ব-প্রগতিমূলক বস্তুবাদ এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদও মার্কসের নিজস্ব সৃষ্টি। এইভাবে তত্ত্ববিচার করতে গিয়ে মার্কস্ ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মূল কাঠামোর যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তার তুলনা মানবসমাজের ইতিহাসে এখনও পাওয়া যায়নি। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি রহস্যভেদ করেছেন সমগ্র ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার, উদ্‌ঘাটিত করেছেন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার মূল, ধনতন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক, আর ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির নিয়মাবলীর গভীর রহস্য।

এই অতিকায়, মহাগ্রন্থ **ক্যাপিটাল** মানবজাতির ইতিহাসের এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। অর্থনীতি-বিজ্ঞানে আর সাধারণভাবে মানবসমাজের বিজ্ঞান-সম্মত ধারণা সৃষ্টিতে মার্কস্ যে এক সম্পূর্ণ দুঃসাহসিক বিপ্লব ঘটিয়েছেন তারই স্পষ্টতম সাক্ষ্য বহন করে এই মহাগ্রন্থ। সর্বপ্রথম মার্কসই তাঁর এই মহাগ্রন্থে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অতি জটিল গঠন-পদ্ধতির বিশ্লেষণ করেছেন, বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর শোষণের সবগুলি প্রকাশ্য পথ আর চোরাগলিকে অনাবৃত ক'রে সপ্রমাণ করেছেন — ধনতন্ত্রের ধ্বংস অনিবার্য, অন্তিমকাল আসন্ন।

স্তালিন লিখেছেন :

"শ্রমিকশ্রেণীর দুই মহান শিক্ষক, মার্কস্ আর এঙ্গেলস্‌ই সর্বপ্রথম কাল্পনিক সমাজবাদীদের সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, সমাজবাদ স্বপ্নবিলাসীদের কোন আবিষ্কার নয়; সমাজবাদ হল আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকাশধারার সুনিশ্চিত পরিণতি। তাঁরা

দেখিয়েছেন, একদিন যেমন দাস-প্রথামূলক সমাজের পতন ঘটেছিল, ঠিক তেমনি পতন হবে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার। তাঁরা দেখিয়েছেন, ধনতন্ত্র নিজেই তার কবরখননকারীদের সৃষ্টি করেছে। শ্রমিকশ্রেণীই তার সেই কবর-খননকারী।"

[স্তালিন রচনাবলী, ঐ]

লেনিন লিখেছেন, মার্কস্‌ই সর্বপ্রথম সমাজের বিভিন্ন আর্থনীতিক গঠনের স্তরবিন্যাসকে নির্দিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থাসমূহের যোগফল রূপে ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রমাণিত করেছেন যে, সেই আর্থনীতিক গঠনের স্তর-বিন্যাস ইতিহাসের স্বাভাবিক বিকাশ-ধারারই পরিণতি। এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই মার্কস্‌ সমাজ-বিজ্ঞানকে সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

লেনিন আরও লিখেছেন : মার্কসবাদ এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, প্রথমত ও প্রধানত সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের বিকাশধারার ইতিহাসই সমগ্র মানবসমাজের ইতিহাস। মার্কস্‌বাদ আরও শিখিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি স্তরের উৎপাদন-ব্যবস্থাই কতকগুলি বিশেষ নিয়মে বিকাশ লাভ ক'রে থাকে, অর্থাৎ তার বিকাশের পথ নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা।

বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের প্রতিষ্ঠাতারা বিভিন্ন শ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রামের মূলভিত্তিরও স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন প্রকারের শোষণ মূলক সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব, বিকাশ আর ধ্বংস সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী ব্যাখ্যা ও সপ্রমাণ করেছেন। তা করতে গিয়ে তাঁরা দেখিয়েছেন যে,—

"শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের (Dictatorship of the Proletariat) জয় এবং এর প্রতিষ্ঠাই ধনতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী-সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতি। তাঁরা ভবিষ্যৎ-বাণী করেছেন, শ্রমিকশ্রেণীই আনবে নতুন এক সমাজ-ব্যবস্থা — কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থা।" [লেনিন, ঐ]

মার্কসের **ক্যাপিটাল** মহাগ্রন্থ সেই নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় পৌঁছাবারই পথ-নির্দেশ।

॥ তিন ॥

লেনিন **ক্যাপিটাল** গ্রন্থখানিকে মার্কস্‌বাদের "গভীরতম, সর্বব্যাপক ও সম্যক প্রয়োগের অখণ্ড রূপ" বলে অভিহিত করেছেন। মার্কস্‌ তাঁর গ্রন্থে ধনতান্ত্রিক সমাজের গতিধারার আর্থনীতিক নিয়মাবলী উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এই নিয়মাবলী হল ধনতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব, বিকাশ আর ধ্বংসেরই নিয়মাবলী।

লেনিন **ক্যাপিটাল** গ্রন্থের বিষয়বস্তুর পরিচয় দিয়ে লিখেছেন :

> "মার্কস্‌ তাঁর **ক্যাপিটাল** গ্রন্থে সমগ্র ধনতান্ত্রিক সমাজ-গঠনকে একটি জীবন্ত জিনিসরূপে দাঁড় করিয়েছেন। সেই সমাজগঠনের বিশ্লেষণে তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন এর বিভিন্ন প্রাত্যহিক দিক, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্বন্ধের মধ্যে তার সহজাত শ্রেণী-বিরোধের সামাজিক প্রকাশের বাস্তব রূপ; এবং নগ্ন ক'রে দেখিয়েছেন সেই বুর্জোয়া রাজনীতিক বহির্গঠনগুলিকে (Super-structure অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রভৃতিকে)—যে বহির্গঠন স্বাধীনতা, সাম্য প্রভৃতি বুর্জোয়া ভাবধারা ও বুর্জোয়া পারিবারিক সম্বন্ধের সাহায্যে মূলধনীশ্রেণীর প্রভুত্ব বাঁচিয়ে রাখে।"
>
> [লেনিন রচনাবলী, পৃঃ ১২৪, ৬ষ্ঠ খণ্ড]

* * * * *

মার্কস তাঁর গভীর ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিপুল পরিমাণ তথ্য দীর্ঘকাল ধরে বিশ্লেষণ ক'রে বুর্জোয়া সমাজের গঠনকে চিরে চিরে, খণ্ড খণ্ড ক'রে এর সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তিনি তাঁর এই বিশ্লেষণ **ক্যাপিটাল** গ্রন্থের তিনটি বিশাল খণ্ডে সন্নিবেশ করেছেন। প্রথম খণ্ডে (Capital, Vol. I) রয়েছে মূলধনের উৎপাদন-ধারার বিশ্লেষণ, দ্বিতীয় খণ্ডে (Vol. II) রয়েছে মূলধনের প্রচলন-ধারার

(Circulation) বিশ্লেষণ এবং তৃতীয় খণ্ডে (Vol. III) রয়েছে সমগ্রভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ধারার বিশ্লেষণ।

মার্কস্ তাঁর **ক্যাপিটাল** গ্রন্থে সমগ্র অর্থনীতিকে ঢেলে নতুন ক'রে সাজিয়ে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছেন, আর তা করতে গিয়ে নানা রকমের নতুন ও সম্পূর্ণ মৌলিক আর্থনীতিক তত্ত্বের সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকটি নতুন তত্ত্বই মার্কসের এক-একটি মহৎ কীর্তি।

সবার প্রথমে তাঁর যে মহৎ কীর্তিটির উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল **মূল্যের শ্রমতত্ত্বের** পুনর্গঠন। ইংলণ্ডের বনিয়াদী অর্থনীতিবিদ্ ডেভিড রিকার্ডো পূর্বেই শ্রমতত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। কিন্তু সেই তত্ত্বের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। রিকার্ডো কেবল দেখিয়েছিলেন যে, শ্রমিকের দৈহিক শ্রমই একমাত্র সৃজনী-শক্তি এবং কেবলমাত্র শ্রমিকের দৈহিক শ্রমই পণ্যের মূল্য সৃষ্টি করে। কিন্তু তিনি তাঁর শ্রমতত্ত্বের দ্বারা মূলধনীদের মুনাফা প্রভৃতির উৎস বিশ্লেষণ করতে পারেন নি। সুতরাং শ্রমতত্ত্বটি ছিল অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। মার্কস্ই সর্বপ্রথম 'মূল্যের শ্রমতত্ত্ব'কে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং বহু তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত সত্যে পরিণত করেছেন।

মার্কস তাঁর মূল্যের শ্রমতত্ত্বের বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন যে, কেবল এক বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থাতেই শ্রম (labour) মূল্যের (value) রূপ গ্রহণ করে। তিনি পণ্যের নাম দিয়েছেন 'বুর্জোয়া সমাজের আর্থনীতিক একক' (Economic Unit of the Bourgeois Society)। এই পণ্যের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে তা হল এর ব্যবহারিক মূল্য (use value) ও মূল্য (value) এই দুইয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের অনুসন্ধান করতে গিয়ে মার্কস আবিষ্কার করেছেন যে, পণ্যের মধ্যে যে শ্রম নিহিত আছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দুইটি। মার্কসের এই আবিষ্কারটির তাৎপর্য অসাধারণ। মার্কস নিজেই বলেছেন, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আসল ব্যাপারটি বোঝবার এ হল একমাত্র উপায়।

মার্কসের তৈরি-করা 'মূল্যের শ্রমতত্ত্ব' দিয়েই শুধু পণ্যের উৎসটি বোঝা যায়। তাঁর শ্রমতত্ত্ব অনুসারে, পণ্যের মধ্যে নিহিত সামাজিক শ্রমের (socially necessary labour) পরিমাণের দ্বারাই পণ্যের মূল্য স্থির হয়; এবং কেবল এই শ্রমতত্ত্ব দিয়েই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সমস্ত রহস্যের উদ্‌ঘাটন সম্ভব। এই জন্যই মার্কস তাঁর শ্রমতত্ত্বটিকে সমস্ত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার শোষণ-ক্রিয়াটি বোঝবার 'চাবিকাঠি' বলে অভিহিত করেছেন।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় পণ্যের মূল্য কিভাবে সৃষ্টি হয় তা মার্কস্ তাঁর নতুন করে গড়া 'মূল্যের শ্রমতত্ত্ব' দিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন। তারপর তিনি শ্রমতত্ত্ব দিয়েই পণ্যের এই মূল্য সৃষ্টির ভিত্তিতে সমগ্র ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার রহস্য ভেদ করলেন। মার্কস এই শোষণ-ব্যবস্থার যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

নির্দিষ্ট মজুরিতে মূলধনীর কাছে শ্রমিক তার শ্রম-শক্তি (labour-power) বিক্রয় করে। শ্রমিকের দেহের এই শ্রম-শক্তিই কলকারখানায় যন্ত্রপাতির সাহায্যে শ্রমে (labour) পরিণত হয়, অর্থাৎ পণ্যের রূপ ধারণ করে। একটি পণ্য তৈরি করতে যতখানি সময় আবশ্যক হয় সেই সময় দিয়েই পণ্যের মধ্যেকার শ্রমের পরিমাণ স্থির করা হয়। সমাজের পণ্য উৎপাদনের চলতি ব্যবস্থা অনুসারে কোন পণ্যের উৎপাদনের জন্য যত সময়ের শ্রম প্রয়োজন হয় তত সময়ের শ্রমই হল ঐ পণ্যের মূল্যের মাপকাঠিস্বরূপ। কোন পণ্যের মূল্য কখনও নিজে নিজে প্রকাশিত হতে পারে না। যখন ভিন্ন জাতীয় এক বা একাধিক পণ্যের সঙ্গে ঐ পণ্যের বিনিময় ঘটে, কেবল তখনই প্রথম পণ্যটির মূল্য ঐ ভিন্নজাতীয় এক বা একাধিক পণ্যের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ বিনিময় হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম পণ্যটি অন্তর্নিহিত মূল্যও প্রকাশিত হবে না। ঐ বিভিন্নজাতীয় এক বা একাধিক পণ্যকে বলা হয় প্রথম পণ্যটির মূল্যের (বা আপেক্ষিক মূল্যের) রূপ। মূল্যের বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে এবং

ধনতান্ত্রিক সমাজে এসে মূল্যের মুদ্রা-রূপে (money-form of value) স্থায়িত্ব লাভ করেছে। মুদ্রাই এখন সকল পণ্যের মূল্যের সর্বসম্মত রূপ। মূলধনীরা তাদের পণ্য বাজারে নিয়ে গিয়ে তার অন্তর্নিহিত শ্রম বা মূল্যকে টাকার সঙ্গে বিনিময় অর্থাৎ বিক্রয় ক'রে টাকায় পরিণত করে। তা থেকেই তারা লাভ করে টাকার আকারে উদ্‌বৃত্ত-মূল্য। সেই উদ্‌বৃত্ত-মূল্যকে খাজনা, সুদ ও মুনাফা হিসেবে ভাগ ক'রে জমিদার, ব্যাঙ্ক-মালিক ও শিল্পপতি নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করে। সুতরাং শ্রমিক তার শ্রমের দ্বারা যে মূল্য সৃষ্টি করে, তারই একটা ক্ষুদ্র অংশ মজুরি হিসাবে শ্রমিককে দিয়ে বাকি সমস্ত অংশ বিভিন্ন নামের মূলধনীরা ভাগ ক'রে নেয়। মার্কস্ তাঁর অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণ ক'রে দেখালেন যে, এই উদ্‌বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করবার জন্যই মূলধনীরা কল-কারখানায় পণ্য উৎপাদন করে এবং এরই নাম 'মূলধনীদের দ্বারা শ্রমিক-শোষণ'। আর এই শোষণই হল ধনতান্ত্রিক সমাজের মূল ভিত্তি। সংক্ষেপে এই হল মার্কসের 'মূল্যের শ্রমতত্ত্বের' মূল কথা।

উদ্‌বৃত্ত-মূল্যই (surplus value) হল ধনতান্ত্রিক শোষণের মূলভিত্তি। মার্কস এর বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন **ক্যাপিটাল** গ্রন্থে। কেবল এই উদ্‌বৃত্ত-মূল্য বোঝাবার জন্যই তিনি 'উদ্‌বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব' (Theory of Surplus Value) নামে একখানা বিপুল আয়তন গ্রন্থ রচনা করেছেন।

উদ্‌বৃত্ত-মূল্যের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে মার্কস দেখিয়েছেন, শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য (শ্রমিকের জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য) অর্থাৎ তার মজুরির সমান মূল্য ছাড়া আরও যতখানি মূল্য (পণ্যের আকারে) শ্রমিক তৈরি করে, তাকেই বলা হয় উদ্‌বৃত্ত-মূল্য (surplus value)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি শ্রমিক কারখানায় একমাসে যে পণ্য (অর্থাৎ মূল্য) তৈরি করে তার দাম ধরা যাক, ৫০০ টাকা। শ্রমিকটি মাসিক মজুরি বাবদ ১০০ টাকা পেলে উদ্‌বৃত্ত-মূল্য হবে ৪০০ টাকার সমান। মূলধনীরা এই ৪০০ টাকার উদ্‌বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করে। এই উদ্‌বৃত্ত-মূল্যই সমগ্র মূলধনী-শ্রেণীর আয়ের একমাত্র উৎস। জমিদার, ব্যাঙ্ক-মালিক

ও শিল্পপতি খাজনা, সুদ ও মুনাফা হিসাবে উদ্‌বৃত্ত-মূল্য নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নেয়।

মার্কস্‌ **ক্যাপিটাল** গ্রন্থে মূল্যের নিয়মটির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছেন, মূল্যের নিয়মটি হল আসলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির বিকাশধারারই স্বতঃস্ফূর্ত নিয়ম। তিনি নিয়মটির বহুমুখী ক্রিয়ার বিশ্লেষণ করেও দেখিয়েছেন।

মূলধনীরা পণ্যের উপর অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ ক'রে পণ্যকে এক উৎকট রহস্য দিয়ে ঘিরে রাখে। মূলধনী-ব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদন ও শোষণের বীভৎস চেহারাটাকে ঢেকে রাখাই তাদের উদ্দেশ্য। বুর্জোয়াদের দালাল অর্থনীতিবিদ্‌গণ একাজের জন্যই নিযুক্ত হয়ে থাকে। শ্রমিক-শোষণকে আড়াল করে রাখার জন্যই তারা প্রচার করে যে পণ্যের সম্পর্ক কেবল জিনিসের সঙ্গে জিনিসের সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে পণ্যের কোন সম্পর্ক নেই। মার্কস্‌ই তাঁর শ্রমতত্ত্ব দিয়ে সর্বপ্রথম পণ্যের সেই রহস্যময় আবরণটাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে এর স্বরূপ খুলে ধরেছেন। তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে, পণ্যের **উৎপাদনের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, শোষক-শোষিতের সম্পর্ক— মূলধনীশ্রেণীর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্ক**।

আমরা উপরের আলোচনায় দেখেছি, মূল্যের শ্রমতত্ত্বের ভিত্তিতেই মার্কস্‌ উদ্‌বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। উদ্‌বৃত্ত-মূল্য খাজনা, সুদ ও মুনাফায় যে ভাগ হয় সেই প্রত্যক্ষ ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপার ছাড়াও মার্কস্‌ উদ্‌বৃত্ত-মূল্য সম্বন্ধে গভীর ও ব্যাপক অনুসন্ধান করেছেন। তারপর মূলধনের গতিবিধি ও ক্রিয়া-কলাপ বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে উদ্‌বৃত্ত-মূল্য খাজনা, সুদ ও মুনাফায় পরিণত হয়।

এরপর এল মুদ্রা সম্বন্ধে আলোচনা। মুদ্রা কি ক'রে মূলধনে পরিণত হয় তা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন মার্কস্‌। তিনি দেখিয়েছেন, শিল্পপতিরা টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে একটি বিশেষ ধরনের পণ্য ক্রয় করে। এই পণ্যটির ব্যবহারিক মূল্যের মধ্যে নিহিত থাকে নূতন মূল্য

সৃষ্টির উপাদান। এই বিশেষ ধরনের পণ্যটিই হল শ্রমিকের শ্রমশক্তি (labour-power)। শিল্পপতিরা এই পণ্যটি অর্থাৎ শ্রমিকের শ্রমশক্তি টাকা দিয়ে কিনে নেয়, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়ে যায় মুদ্রার মূলধনে পরিণতির কাজ।

এই পণ্যটি অর্থাৎ শ্রমশক্তি থাকে শ্রমিকের দেহের মধ্যে। শ্রমিকই টাকা ব্যয় করে খেয়ে-পরে তার দেহের শ্রমশক্তিকে সৃষ্টি করে এবং জীবিকা নির্বাহের জন্যই, অর্থাৎ তার দেহের মধ্যে নতুন শ্রমশক্তি উৎপাদন করবার জন্যই শ্রমিক তার শ্রমশক্তি শিল্পপতির নিকট বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। শিল্পপতি টাকা দিয়ে (অর্থাৎ মজুরি দিয়ে) শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করে এবং তা কারখানায় পণ্য উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করে। তখনই সেই শ্রমশক্তি দ্বারা পণ্যের আকারে শ্রমের (labour) সৃষ্টি হয়। এই শ্রমই পণ্যের মূল্য সৃষ্টি করে, আর শিল্পপতি সেই পণ্য বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করে। পণ্য বিক্রয় করে শিল্পপতি টাকার অঙ্কে যে উদ্‌বৃত্ত-মূল্য পায় তাই আবার মূলধনের আকারে কারখানায় পণ্য উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করে। এইভাবে শিল্পপতি যে টাকা দিয়ে শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করে সেই টাকাই আবার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে উদবৃত্ত-মূল্যের আকারে শিল্পপতি অর্থাৎ মূলধনীদের হাতে ফিরে আসে। সেই উদ্‌বৃত্ত-মূল্যের টাকাই আবার কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, জমি প্রভৃতির আকারে পণ্যোৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হয়ে মূলধনে পরিণত হয়। এই হল মুদ্রার মূলধনে পরিণতির ধারা।

পণ্য উৎপাদন করতে যে জমি, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, তা কোন নতুন মূল্য সৃষ্টি করে না। একমাত্র শ্রমশক্তিই মূল্য সৃষ্টি করে। কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি যে পরিমাণ টাকা (অর্থাৎ যে দাম) দিয়ে ক্রয় করা হয়ে থাকে, সেই পরিমাণ টাকাই (অর্থাৎ সেই দামই) পণ্যের দামের সঙ্গে যুক্ত হয়। সুতরাং কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দ্বারা কোন নতুন মূল্য সৃষ্টি হয় না। সোজা কথায়, সেই সব জিনিস কিনে এবং ব্যবহার করে শিল্পপতি একটি পয়সাও আয় করতে পারে

না। কিন্তু শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ভিন্নরূপ। শিল্পপতি যখন শ্রমশক্তি ক্রয় করে তখন তা থাকে শ্রমিকের দেহের মধ্যে, আর কারখানায় সেই শ্রমশক্তি পণ্যের মধ্যে প্রবেশ ক'রে নতুন রূপে অর্থাৎ পণ্যের আকারে শ্রমে পরিণত হয়। শ্রমশক্তির এই বাস্তব রূপই পণ্য। ক্রয় করবার সময় শ্রমশক্তি যে অবস্থায় থাকে, কারখানায় কাজের মধ্য দিয়ে তাকে তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। শ্রমশক্তির এই পরিবর্তিত অবস্থাই মূল্য ও উদ্‌বৃত্ত-মূল্যের উৎস। আর উদ্‌বৃত্ত-মূল্য থেকেই আসে নূতন মূলধন। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যায়, শ্রমশক্তির ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত টাকাই বেড়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মূলধনে পরিণত হয়। মার্কস্ এর নাম দিয়েছেন 'মুদ্রার মূলধনে পরিণতি' (transformation of money into capital)।

মার্কসের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে উদ্‌বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদনের সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে! এতদিন বুর্জোয়াশ্রেণী আর তাদের দালাল অর্থনীতিবিদ্‌গোষ্ঠী শ্রমিক-শোষণের এই স্বরূপ ঢেকে রেখে শ্রমিকশ্রেণীকে ধাপ্পা দিতে এবং প্রতারণা করতে সক্ষম হয়েছিল। মার্কসের আবিষ্কার তাদের ধাপ্পাবাজির মুখোস খুলে দিয়েছে, মূলধনীদের শ্রমিক-শোষণের কৌশলটিকে নগ্ন করে দিয়েছে।

শেষ বিচারে দেখা যায়, শ্রমশক্তিকে পণ্যে রূপান্তরিত করার মধ্যেই সমস্ত ধনতান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার মূল নিহিত। শ্রমশক্তিকে পণ্যে রূপান্তরিত করা কেবল মূলধনের মালিকদের—ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের—পক্ষেই সম্ভব।

"কেবল মূলধনীরাই শ্রমিকদের শ্রমশক্তি ক্রয় করে কেন?"—এই প্রশ্নটি তুলেছেন স্তালিন, আর তিনিই তার উত্তর দিয়ে বলেছেন :

> "মূলধনীরাই শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করে তার কারণ, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপাদানগুলি রয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানায়, আর এই হল ধনতান্ত্রিক সমাজের মূল ভিত্তি; তার কারণ কল-কারখানা, জমি এবং অন্যান্য ধন-সম্পদ, বন, রেলপথ,

যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান মূলধনীর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে; তার কারণ, এসব ধন-সম্পদ ও উৎপাদনের সকল উপাদান থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে।"

[Stalin; ibid, P. 322-23]

ঠিক এই কারণেই মূলধনীরা যে উদ্‌বৃত্ত পণ্যের (অর্থাৎ শ্রমের) মূল্য বাবদ শ্রমিককে এক পয়সাও দেয় না সেই উদ্‌বৃত্ত পণ্যসমষ্টি অর্থাৎ উদ্‌বৃত্ত-মূল্য তারা গ্রাস করতে সক্ষম হয়।

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা মার্কস্ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, উদ্‌বৃত্ত মূল্যের উৎপাদনের জন্য মূল্যের মূল সূত্রটি কোন ক্রমেই পাল্টে যায় না, বরং তার বিপরীত কথাই প্রমাণিত হয়। উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকায় পণ্যের উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যেই উদ্‌বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির নিশ্চয়তা স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। এই নিশ্চয়তা ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে। এই বিশ্লেষণের পর মার্কস্ দেখিয়েছেন, যে "উদ্‌বৃত্ত-মূল্য হল বুর্জোয়া সমাজের নিষ্কর্মা আর অলসদের আয়।" মার্কস্ মূলধনকে রক্তচোষা বাদুড়ের সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন যে এই বাদুড়—

"বাঁচে কেবল জীবন্ত শ্রমকে (অর্থাৎ শ্রমিককে— লেখক) শুষে খেয়ে, আর যত বেশী সে বাঁচে তত বেশী সে জীবন্ত শ্রমকে শুষে খেয়ে থাকে।"

[*Capital*, Vol. I, P. 238]

ধনতান্ত্রিক শোষণের সমস্ত রূপটি সবচেয়ে সংহত হয়ে উঠেছে মজুরির মধ্যে। ধনতান্ত্রিক উপাদান-ব্যবস্থায় মজুরির তাৎপর্যের পূর্ণ বিশ্লেষণ ক'রে মার্কস্ মজুরির শোষণমূলক চরিত্রটি ও এর সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন। মূলধনীরা শ্রমিকের মজুরির ব্যাপারটি এমনভাবে ব্যাখ্যা করে যেন শ্রমিকের প্রতিদিনের কাজের পূর্ণ দামই তারা দিয়ে থাকে— অর্থাৎ এক পুরো

দিনে শ্রমিক যত পণ্য উৎপাদন করে, তার পূর্ণমূল্যই তারা শ্রমিককে দিয়ে দেয়। তারা দেখায় যেন কারখানায় কাজের মধ্য দিয়ে তারা শ্রমিককে একটুও শোষণ করে না।

মার্কস্ **ক্যাপিটাল** গ্রন্থে মূলধনীদের সেই অপচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজের মজুরি-প্রথার মধ্যেই লুকানো রয়েছে শ্রমিক-শোষণের সমগ্র কৌশলটি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধরা যাক, একটি শ্রমিক কোন কারখানায় ৮ ঘন্টা কাজ করে। এই ৮ ঘন্টার মধ্যে ২ ঘন্টার শ্রম দ্বারা সে একদিনের পূর্ণ মজুরির সমান মূল্য উৎপাদন করে। তাহলে শ্রমিকটি তার ৮ ঘন্টার শ্রমের মধ্যে ২ ঘন্টার শ্রমের দাম মজুরি রূপে পায়, কিন্তু ৬ ঘন্টার শ্রমের দাম বাবদ সে এক পয়সাও পায় না। এই ৬ ঘন্টার শ্রমের মূল্যই মূলধনীরা আত্মসাৎ করে। শ্রমিকটির ২ ঘন্টার শ্রম হল, মার্কসের ভাষায় ক্রীত-শ্রম **(paid labour)** এবং বাকি ৬ ঘন্টার শ্রম হল অক্রীত-শ্রম **(unpaid labour)**। কারণ শ্রমিকটি ২ ঘন্টার শ্রমের মূল্য মজুরিরূপে পেয়েছে আর বাকি ৬ ঘন্টা শ্রমের মূল্য বাবদ তাকে কিছুই দেওয়া হয় নি। অক্রীত-শ্রমই উদ্‌বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে এবং এই উদ্‌বৃত্ত মূল্য থেকেই মূলধনীরা পায় খাজনা, সুদ আর মুনাফা। তাই মার্কস্ বলেছেন যে, ধনতান্ত্রিক শোষণের সমগ্র রূপটিই মূলধনীরা মজুরির কৌশল দিয়ে আড়াল করে রাখে। কারখানার কাজের দিন যে ক্রীত-শ্রম আর অক্রীত-শ্রম এই দুই ভাগে বিভক্ত তার সমস্ত চিহ্নই তারা মজুরির কৌশল দিয়ে মুছে দেয়। তাই মার্কস্ বলেছেন, মজুরির এই কৌশলটিই —

> "ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির সমস্ত রহস্যের, (শ্রমিকের — লেখক) স্বাধীনতা সম্বন্ধে সমস্ত ধাপ্পাবাজির, দালাল অর্থনীতিবিদ্‌দের আত্মপক্ষ সমর্থনের **মূলভিত্তি**।"

[*Capital,* Vol. I., P 542]

শেষ বিচারে দেখা যায়, উদ্‌বৃত্ত-মূল্যই ধনতান্ত্রিক শোষণের মূল উৎস। তাই লেনিন উদ্‌বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্বটিকেই মার্কসের অর্থনীতির

মূলভিত্তি বলে অভিহিত করেছেন। উদ্‌বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্বই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার, বুর্জোয়াশ্রেণীদ্বারা শ্রমিক-শোষণের মূল রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছে। উদ্‌বৃত্ত-মূল্যের এই তত্ত্বই আমাদের স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে কিভাবে মজুরি দিয়ে শ্রমিক নিয়োগ এবং শ্রমশক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের মারফত অগণিত মিল-ফ্যাক্টরি আর জমির মুষ্টিমেয় মালিক কোটি কোটি শ্রমিককে অমানুষিক শোষণ আর মজুরি দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। এই তত্ত্বই দেখিয়েছে কিভাবে শ্রমিকশ্রেণী সামান্য মজুরিতে তাদের শ্রমশক্তি বিক্রয় ক'রে বুর্জোয়াশ্রেণীর চিরদাসত্ব বরণ করে নিতে বাধ্য হয়; আর কি করে বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের এই শয়তানী শোষণ ক্রিয়াকে ধাপ্পাবাজির আড়াল দিয়ে ঢেকে রাখে তাও আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে এই তত্ত্বটি। উদ্‌বৃত্ত-মূল্য গ্রাস করেই ধনতন্ত্র ক্রমশ বেড়ে উঠেছে, সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করেছে।

ধনতন্ত্রের বিকাশধারার বিশ্লেষণ করে মার্কস্ দেখিয়েছেন, ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলেই **ক্ষুদ্র শিল্প** মানব-সমাজ থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিয়েছে। ধনতান্ত্রিক বৃহৎ শিল্প তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে। ধনতন্ত্রের সর্বাত্মক বিকাশের ফলেই বুর্জোয়াশ্রেণী আর শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব ও বিরোধ ক্রমশ চরম রূপ ধারণ করেছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। ক্রমশ অধিক পরিমাণে উদ্‌বৃত্ত মূল্য গ্রাস করে ধনতান্ত্রিক সমাজ কল্পনাতীতভাবে স্ফীত হয়ে এখন ফেটে পড়ছে, আর তার ফলেই মানব-সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর এখন আর কেবল সম্ভব নয়, অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। সেই সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরেরই ভিত্তি রচনা করেছে মার্কসের যুগান্তকারী উদ্‌বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্বটি। শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালনা, বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্‌বৃত্ত-মূল্য গ্রাস ও মূলধনের শাসনের উচ্ছেদ সাধন এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে ওঠা মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ মার্কসের এই উদ্‌বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্বটির দৃঢ় ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

মার্কস্ তাঁর অতুলনীয় বিশ্লেষণের দ্বারা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন,

উদ্‌বৃত্তমূল্য আরও বিপুল পরিমাণে গ্রাস করবার জন্যই বুর্জোয়ারা যন্ত্রের প্রবর্তন ক'রে সমগ্র সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। পণ্যোৎপাদনে যন্ত্রের প্রবর্তন করে তারা সমগ্র সমাজব্যবস্থায়ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। যন্ত্রের দ্বারা ধনতন্ত্র এক বিরাট বিপ্লব এনে দিয়েছে সমাজের দিকে দিকে। যন্ত্রের দ্বারাই মূলধন, মার্কসের ভাষায়, 'শ্রমিকশ্রেণীকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে।" এরই সঙ্গে সঙ্গে মার্কস্‌ দেখিয়েছেন যে, মূলধনীদের দ্বারা যন্ত্রের ব্যবহারের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে, আর তার আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বও আছে। এই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই আরও বেশী করে উদ্‌বৃত্ত-মূল্য গ্রাসের জন্য মূলধনীরা যন্ত্রকে আরও বেশী ক'রে ব্যবহার করে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে তোলে তার দ্বন্দ্বকে। মার্কস আরও দেখিয়েছেন, মূলধনীদের দ্বারা ব্যবহৃত এই যন্ত্রই শ্রমিকশ্রেণীকে তার জোয়ালে, শ্রমবিভাগের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখে, আর শ্রমিকশ্রেণী এই শ্রমবিভাগের শৃঙ্খলে বাঁধা প'ড়ে বরণ করে নিতে বাধ্য হয় যন্ত্রের দাসত্ব — শতগুণ বেড়ে যায় মূলধনীদের দ্বারা শ্রমিকদের শোষণ-উৎপীড়ন।

মার্কস্‌ স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন, মূলধনীদের দ্বারা যন্ত্রের এই প্রকার শ্রমিক-শোষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ফলে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তার অবসান হবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংসে আর সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায়। সেই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার কোন সীমা থাকবে না; সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদনশক্তির বিকাশ হবে অসীম সম্ভাবনাময়।

মার্কসের আর একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ অবদান হল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় **মূলধনের সঞ্চয়** বা স্তূপীকরণের তত্ত্ব। তিনি দেখিয়েছেন, উদ্‌বৃত্ত মূল্যেরই একটি অংশ পরিণত হয় মূলধনে। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই মার্কস আবিষ্কার করেছেন ধনতান্ত্রিক সমাজে মূলধনের সঞ্চয় বা স্তূপীকরণের সাধারণ সূত্রটি। মার্কসের আবিষ্কৃত এই সূত্রের মূল কথা — একদিকে ধনসম্পদের কল্পনাতীত স্তূপসৃষ্টি, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে অপর দিকে সীমাহীন দারিদ্রের আবির্ভাব।

।। চার ।।

ক্যাপিটাল গ্রন্থের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এর বিপুল পরিমাণ ঐতিহাসিক তথ্য। এসব তথ্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে শ্রমিক আর শ্রমজীবী জনসাধারণের রক্ত আর অস্থি দিয়েই সমগ্র ধনতান্ত্রিক সমাজের গঠন, তাদের রক্ত শুষে আর অস্থি চিবিয়েই এই সমাজের বৃদ্ধি। মার্কসের ভাষায় :

> "মূলধনের মাথা দিয়ে, পা দিয়ে আর প্রত্যেকটি রন্ধ্র দিয়েই ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত, বেরোচ্ছে অসহ্য পূতিগন্ধ।"
>
> [*Capital*, Vol. I, P. 467]

মূলধনের এই চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কস্ গ্রেট ব্রিটেনের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। তাঁর সময় ব্রিটেন ছিল বিশ্বের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শীর্ষমণি। এই জন্যই মার্কস্ তাঁর **ক্যাপিটাল** গ্রন্থের পাতায় পাতায় ব্রিটেনের ধনতান্ত্রিক সমাজ, ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর নির্মম শোষণ এবং ঔপনিবেশিক জনসাধারণের লুণ্ঠন প্রভৃতিকে তীব্রতম আঘাতে জর্জরিত করেছেন। মার্কসের সেই তীব্র আঘাতের প্রভাব আজও কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। তিনি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে দেখিয়েছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনতন্ত্র ও ব্রিটেনের সেই পূতিগন্ধময়, রক্তাক্ত ধনতন্ত্রেরই সৃষ্টি।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ধারা বিশ্লেষণ করে মার্কস্ দেখিয়েছেন যে, ধনতন্ত্রের প্রধান অন্তর্দ্বন্দ্বটি নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। ধনতন্ত্রের এই অন্তর্দ্বন্দ্বটি হল পণ্যোৎপাদনের সামাজিক রূপ গ্রহণ এবং ব্যক্তিগতভাবে মূলধনীদের দ্বারা উদ্‌বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকরণ—এই দুইয়ের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব। মূলধনীদের পণ্যোৎপাদন এখন আর কেবল তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার না থেকে ক্রমশ সমগ্র সমাজের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ সেই পণ্যোৎপাদন থেকে পাওয়া সমস্ত মুনাফাই আত্মসাৎ করছে ব্যক্তিগতভাবে মূলধনীরা। এটাই হল ধনতান্ত্রিক পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান অন্তর্দ্বন্দ্ব। মার্কস্ দেখিয়েছেন যে, এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই দেখা

দের ধনতান্ত্রিক পণ্যোৎপাদন-ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান অরাজকতা; এবং অতি-উৎপাদনের (over production) সংকটরূপে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব এক বিপুল ধ্বংসকারী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ধনতন্ত্রের এই সাধারণ সংকটের যুগে এই সংকটই আর্থনীতিক সংকট রূপে এক ভয়ঙ্কর ধ্বংসকারী মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কয়েক বছর অন্তর অন্তর (সাধারণত দশ বছর অন্তর) উৎপাদন-ধারার গতিভঙ্গ হয়। তখন দেশে এবং এমন কি সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগতের উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। (দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯২৯ সালের আর্থিক সংকট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরম্ভ হয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্র বাদে সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল।) আজ পর্যন্ত একমাত্র মার্কসই এই আর্থনীতিক সংকটের (Economic Crisis) মূল কারণ খুঁজে বের করেছেন এবং তার ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কসই প্রথম দেখিয়েছেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজের পূর্ববর্তী কোন সমাজে এই প্রকারের অতি-উৎপাদনের সংকট দেখা দিত না। এই প্রকারের সংকট কেবল ধনতান্ত্রিক সমাজেরই বৈশিষ্ট্য। মার্কস্ এই অতি-উৎপাদনের সংকটকে ধনতন্ত্রের সকল আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এই সংকট হল ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সংকট — শিল্প-সংকট বা অতি-উৎপাদনের সংকট। এই আর্থনীতিক সংকটকে সহজ ভাষায় নিম্নোক্তরূপে ব্যাখ্যা করা চলে :

উদ্বৃত্ত-মূল্য (অর্থাৎ মুনাফা, সুদ ও খাজনা) আত্মসাৎ করাই ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য। উদ্বৃত্ত-মূল্যের একাংশ অর্থাৎ মুনাফা সঞ্চিত হয়ে অধিকতর মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে মূলধন রূপে পুনরায় পণ্যোৎপাদনের জন্য শিল্পে নিযুক্ত হয়। সুতরাং ক্রমশ অধিক পরিমাণে মূলধন শিল্পে নিযুক্ত হয়ে উৎপাদন-শক্তিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বাড়িয়ে তোলে; এর ফলে শিল্প-কৌশলের অর্থাৎ যন্ত্রপাতির দ্রুত উন্নতি ঘটে এবং তার ফলে কল-কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। তার ফলে মোট মজুরির পরিমাণ হ্রাস পায়। কিন্তু মোট মজুরির পরিমাণ হল সমাজের ক্রয়-ক্ষমতার প্রধান অংশ। মোট মজুরির

পরিমাণ অর্থাৎ সমাজের ক্রয়ক্ষমতা যখন হ্রাস পায়, তখনই উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে সমাজের উৎপন্ন পণ্যের মোট পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে চড়া বাজারের সময় (boom period) অধিকতর মুনাফা লাভের আশায় মূলধনীরা পণ্যের মূল্য ক্রমশ বাড়াতে থাকে। কিন্তু যে হারে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় সে হারে মজুরি বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং এভাবেও সমাজের উৎপন্ন পণ্যের মোট মূল্যের অনুপাতে সমাজের মোট ক্রয়-ক্ষমতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়। সুতরাং পণ্যের বিক্রয় আরও হ্রাস পেতে থাকে। এদিকে পণ্য বিক্রয় হ্রাস পাওয়ার ফলে মূলধনীদের মুনাফার শতকরা হার আরও হ্রাস পায়। তাই তারা আরও বেশী মূলধন নিয়োগ করে মুনাফার শতকরা হার বজায় রাখার চেষ্টা করে। আরও বেশী মূলধন নিয়োগ করার ফলে পণ্যোৎপাদন আরও বেড়ে যায়, কিন্তু সমাজের ক্রয়-ক্ষমতা যথেষ্ট হ্রাস পাওয়ায় পণ্যের মোট বিক্রয়ও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়। এইভাবে সমাজের সমস্ত পণ্যের মোট মূল্য ও মোট ক্রয়-ক্ষমতার অসমতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ক্রয়-ক্ষমতার হ্রাস এবং উৎপাদনের বৃদ্ধি—এই দুই বিপরীত অবস্থার ফলে শেষ পর্যন্ত এক সময় বাজারে পণ্য বিক্রয়ে সম্পূর্ণ অচল অবস্থা দেখা দেয়, অর্থাৎ মূলধনীরা পণ্য বিক্রয় ক'রে আর মুনাফা লাভ করতে পারে না। তার ফলে পুনরুৎপাদন ও মুনাফা দুই-ই বন্ধ হয়। এইভাবেই শুরু হয়ে যায় ধনতান্ত্রিক সমাজের আর্থনীতিক সংকট।

মার্কস্ এই সংকটের কারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, শ্রমিকেরা নিজেদের শ্রম দিয়ে যে পণ্য উৎপাদন করে সেই পণ্য তারা ক্রয় করতে পারে না। সুতরাং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার আভ্যন্তরিক মৌলিক দ্বন্দ্বই হল উৎপাদন ব্যবস্থার এই সংকটের মূল কারণ। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা সামাজিক রূপ গ্রহণ করলেও সেই সামাজিক উৎপাদনের ফল সমাজ ভোগ করে না, ভোগ করে ব্যক্তিবিশেষ—মুষ্টিমেয় মূলধনী। এটাই হল ধনতান্ত্রিক সমাজের মূলদ্বন্দ্বের প্রকৃত রূপ। সংক্ষেপে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক উৎপাদন ও শোষণমূলক ব্যক্তিগত সম্পত্তির দ্বন্দ্বই সেই মৌলিক দ্বন্দ্ব যার ফলে দশ-বারো বৎসর অন্তর উৎপাদন-সংকট দেখা দেয়।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা আর এই উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্ব নির্ভুলভাবে বোঝবার পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল **মুনাফার গড়হার ও মুনাফার শতকরা হারের ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার ঝোঁক** সম্বন্ধে মার্কসের বিশ্লেষণ। মুনাফার হার ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার ফলেই দেখা দেয় পণ্যের উৎপাদন আর বিক্রয়ের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব। ধনতন্ত্রের পক্ষে এই দ্বন্দ্বের নিরসন বা সমাধান করা অসম্ভব।

মার্কস্ **কৃষিতে ধনতান্ত্রিক শোষণের বিস্তার** এবং তার গতি-প্রকৃতির পূর্ণ বিশ্লেষণ দিয়েছেন। ধনতন্ত্রের দ্বারা ছোট কৃষকদের ক্রমশ ধ্বংসসাধনের চিত্রটিও তিনি উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছেন। জমির খাজনা সম্বন্ধে মার্কস্ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং কৃষি-সমস্যার সমাধানের যে উপায় নির্দেশ করেছেন কেবল তাই হল কৃষি-সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ। তাঁর এই নির্দেশ কার্যকরী করার উপরেই নির্ভর করে সমস্ত স্বাধীন দেশের, সমস্ত ঔপনিবেশিক ও নয়া-ঔপনিবেশিক দেশের—সমগ্র বিশ্বের কৃষি-সমস্যার সমাধানের এবং কোটি কোটি কৃষক-জনসাধারণের মুক্তির একমাত্র উপায়।

মার্কস্ অসাধারণ গুরুত্ব সহকারে ধনতান্ত্রিক বিকাশের ঐতিহাসিক অগ্রগতির ধারা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ধনতান্ত্রিক বিকাশের অনিবার্য পরিণতি হল **মূলধনের একীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ** (concentration and centralization)। ধনতান্ত্রিক সমাজে মূলধন ক্রমশ সঞ্চিত হয়ে একচেটিয়া সংগঠনের মারফত কেন্দ্রীভূত হতে থাকে, আর তার সঙ্গে শ্রমজীবী জনসাধারণের জীবিকার মান দ্রুত হ্রাস পেয়ে তাদের উপবাসের অবস্থা সৃষ্টি করে এবং তার ফলে স্থায়ী বেকার-বাহিনী গড়ে ওঠে। তার সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া মূলধনীদের হাতে সঞ্চিত হতে থাকে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ। ধনতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত সংকট তীব্রতম ও চরমতম রূপে আত্মপ্রকাশ করে। শ্রমিকশ্রেণীর বেকার অবস্থা আর কল্পনাতীত দারিদ্র চরম আকার ধারণ করে ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকটের যুগে।

মূলধনের একচেটিয়া রূপ গ্রহণ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী জনসাধারণের চরম দারিদ্র ও দুর্দশার চিত্র বিশ্লেষণ ক'রে মার্কস্ এর চরম পরিণতি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী ক'রে লিখেছেন :

"মূলধনের বৃহৎ মালিকগোষ্ঠীর সংখ্যা নিরবচ্ছিন্নভাবে হ্রাসপ্রাপ্তির (অর্থাৎ একচেটিয়া অবস্থা সৃষ্টির — লেখক) সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে ওঠে ব্যাপক দুঃখ-দারিদ্র-দুর্দশা, অত্যাচার-উৎপীড়ন, দাসত্ব, অধঃপতন আর শোষণ; আর এর সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে ওঠে শ্রমিকশ্রেণীর বিদ্রোহ-বিপ্লব। সবকিছু সত্ত্বেও ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ধারার মধ্য দিয়েই দ্রুত বেড়ে যায় শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা, তারা হয়ে ওঠে সুশৃঙ্খল, একতাবদ্ধ, সুসংগঠিত। মূলধনের যে একচেটিয়া অবস্থা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হয় এবং বেড়ে ওঠে, মূলধনের সেই একচেটিয়া অবস্থাই সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার সামনে এক দুরতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উৎপাদনের উপকরণসমূহের কেন্দ্রীভূত অবস্থা আর শ্রমের সামঞ্জস্যহীন সামাজিক রূপ ক্রমশ বেড়ে শেষে এমন একটা সীমায় এসে পৌঁছায় যেখানে ঐগুলি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার খোলসের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। তখনই এই খোলস ফেটে যায় টুকরো টুকরো হয়ে, ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৃত্যুঘণ্টা বেজে ওঠে; শুরু হয় বঞ্চনাকারীদের বঞ্চিত হবার পালা।"

[*Capital*, Vol. I. P. 766]

মার্কসের এই মহান বৈপ্লবিক ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে। মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম রুশিয়াই ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্কসের এই মহান ভবিষ্যৎবাণীকে সত্যে পরিণত করেছে, রুশিয়াই সর্বপ্রথম শোষকগোষ্ঠীকে নিপাত ক'রে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত করেছে। মার্কস্ই তাঁর মহাগ্রন্থ ক্যাপিটালে এই নতুন সমাজের মূলভিত্তির রূপরেখা অঙ্কিত করে গেছেন। তিনি তাঁর অতুলনীয় ভবিষ্যৎদৃষ্টি

দিয়ে এই নতুন সমাজের —কমিউনিজমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির রূপ এঁকে দিয়েছেন ; যেমন — ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিবর্তে সমগ্র সমাজের সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা, সুপরিকল্পিত বন্টন, সামাজিক শ্রমের ভিত্তিতে দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন, উৎপাদনের সকল শাখার সুসম বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ, উৎপাদন-শক্তিগুলির যুক্তিসম্মত ব্যবহার, শ্রমজীবী জনসাধারণের সৃজনীশক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি।

ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমের অপব্যবহার আর পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের সামাঞ্জস্যহীনতা উদ্‌ঘাটিত ক'রে মার্কস তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যৎ সমাজের উৎপাদনের রূপ সম্বন্ধে লিখেছেন :

> "যখন উৎপাদন চলবে সমাজের সচেতন ও সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের অধীনে, কেবল তখনই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদনে ব্যবহৃত সামাজিক শ্রম-সময়ের পরিমাণ এবং সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রীর জন্য সামাজিক চাহিদার সমতা।"

[*Capital,* Vol. III, P. 159]

উদ্‌বৃত্ত দ্রব্য-সামগ্রী, অর্থাৎ প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনের উপরেই কমিউনিস্ট সমাজের বিকাশ নির্ভর করে। এই উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন কেবল সমাজের উদ্‌বৃত্ত-শ্রমের দ্বারাই সম্ভব। কমিউনিস্ট সমাজের এই উদ্‌বৃত্ত-শ্রম সম্বন্ধে মার্কসের সিদ্ধান্তটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মার্কস লিখেছেন :

> "উদ্‌বৃত্ত শ্রম সব সময় এই অর্থে উদ্‌বৃত্ত যে, উৎপাদনকারী (শ্রমিক— লেখক) তার নিজের স্বাভাবিক প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক শ্রম করবে। ধনতান্ত্রিক সমাজে এবং দাস-সমাজ প্রভৃতিতেও এই উদ্‌বৃত্ত শ্রম কেবল বিরোধের ভূমিকাই গ্রহণ করেছে আর সমাজের এক অংশের সম্পূর্ণ অলসতারই অবলম্বন হয়ে রয়েছে।"

[*Capital,* Vol. III, P. 832]

শোষণমূলক সমাজের ঠিক বিপরীত অবস্থায় অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজে উদ্‌বৃত্ত দ্রব্য-সামগ্রী সমগ্র সমাজেরই সম্পত্তি হয়ে থাকবে, আর শ্রমজীবী জনসাধারণের জীবিকার মান নিরবচ্ছিন্নভাবে বাড়িয়ে তোলবার জন্যই উদ্‌বৃত্ত দ্রব্য-সামগ্রী কেবল সীমাহীন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রগতি দ্রুততর করে তুলবে।

॥ পাঁচ ॥

মার্কসের **ক্যাপিটাল** থেকে আমরা কি মূল শিক্ষা পেয়েছি? ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলভিত্তিটার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ক'রে মার্কস তাঁর সমগ্র আর্থনীতিক তত্ত্বের দ্বারা আমাদের শিখিয়েছেন ধনতান্ত্রিক সমাজের—

"দৃঢ়মূল পুরানো নিয়ম-কানুন, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, প্যাঁচালো আইন, ধাপ্পাবাজির কৌশলপূর্ণ বহু প্রকারের মতবাদ, শ্রেণী-সংগ্রাম এবং বিভিন্ন প্রকারের সকল সম্পত্তিশালী শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সম্পত্তিহীন শ্রেণীসমূহের সংগ্রাম—এসবের উপর থেকে সমস্ত রকমের রহস্যময় আবরণ উন্মোচন করতে।"

[Lenin: *Collected Works*, Vol. 4, P.190]

ক্যাপিটাল গ্রন্থে মার্কস বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের একটি সম্পূর্ণ জ্বলন্ত চিত্র অঙ্কিত করেছেন। **ক্যাপিটাল** গ্রন্থের এই বৈপ্লবিক শিক্ষার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লেনিন লিখেছেন :

"একথা বলা চলে, মার্কসের সম্পূর্ণ **ক্যাপিটাল** গ্রন্থখানিতে এই সত্যই উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে যে, ধনতান্ত্রিক সমাজের মূলশক্তি মাত্র দুটি—বুর্জোয়াশ্রেণী আর শ্রমিকশ্রেণী। বুর্জোয়াশ্রেণী হল ধনতান্ত্রিক সমাজের স্রষ্টা, এর চালক, এর পরিচালন-শক্তি; আর শ্রমিকশ্রেণী হল বুর্জোয়াশ্রেণী ও ধনতান্ত্রিক সমাজের কবরখননকারী এবং একমাত্র শক্তি যা বুর্জোয়াশ্রেণীর স্থান গ্রহণ করতে পারে।"

[*Collected Works*, Vol. 24, P.159]

ক্যাপিটাল গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটির পৃষ্ঠায় এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এর জন্যই ধনতান্ত্রিক শোষণের পাণ্ডারা ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গেছে। দীর্ঘকাল ধরে তারা মার্কসের দ্বারা বুর্জোয়া সমাজের এই শ্রেণীচরিত্রের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে শ্রেণীসংগ্রাম চালিয়ে আসছে।

দীর্ঘকাল ধরে দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীরা এবং বর্তমানকালে 'কমিউনিস্ট' নামধারী কয়েকটি দলও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মার্কসের এই মূলশিক্ষাটিকেই অস্বীকার করতে শুরু করেছে যে, বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী—এই দুটি পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীর অস্তিত্ব ও দ্বন্দ্বই ধনতান্ত্রিক সমাজের মূলভিত্তি, তারা মার্কসের এই মূলশিক্ষাটিকেই অগ্রাহ্য করেছে বহু অবান্তর ও মিথ্যা তত্ত্বের ধূম্রজাল সৃষ্টি ক'রে। তাদের মতে মার্কসের শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ এবং শ্রেণী-সংগ্রামের মূলতত্ত্বটি এখন অকেজো হয়ে গেছে, এখন তা যাদুঘরে স্থান লাভের যোগ্য। এরা নিত্য নতুন তত্ত্ব সৃষ্টি ক'রে এ কথাই প্রমাণ করতে চায় যে, এখন আর শ্রেণী-সংগ্রামের—বিপ্লবের প্রয়োজন নেই, সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা বুর্জোয়া-জমিদারগোষ্ঠীর হাত থেকে রাষ্ট্র-ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার প্রয়োজন নেই, এখন "শান্তিপূর্ণ" উপায়েই ধনতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

যেদিন থেকে বিশ্ববিপ্লবের বাণী নিয়ে মানবসমাজে মার্কস্‌বাদের আবির্ভাব ঘটেছে, সেইদিন থেকেই বুর্জোয়ারা তাদের সমস্ত দর্শন, সমস্ত সাহিত্য, আর সমস্ত তত্ত্বের বুলি উজাড় ক'রে মার্কসের বৈপ্লবিক শিক্ষাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করবার জন্য জেহাদ চালিয়ে এসেছে, মার্কস্‌বাদকেই একমাত্র শত্রু বলে ঘোষণা করেছে। মার্কসের জীবনকালেই বুর্জোয়াদের দালাল তত্ত্বকারগণ **ক্যাপিটালের** বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তগুলির উপর উন্মুক্ত আক্রমণ আরম্ভ করেছিল। সে-আক্রমণের আজও বিরাম নেই। এখন এই আক্রমণের ভার গ্রহণ করেছে সংস্কারপন্থী সংশোধনবাদীরা। মার্কস্‌বাদকে অগ্রাহ্য করার সাহস তাদের নেই। তারাও কথায় আর ঘোষণায় নিজেদের

"মার্কস্‌বাদী" ব'লে জাহির করে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য মার্কস্‌বাদকে "ভদ্রস্থ" ক'রে তোলা, মার্কসের বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তগুলিকে পাল্টে সমাজ-সংস্কারের দ্বারা ধনতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা।

যখন শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা মার্কসের সময় অপেক্ষা শতগুণ-সহস্রগুণ-লক্ষগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও শ্রমিক-বিপ্লব বিশ্বের স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়েছে এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে কাঁপিয়ে তুলেছে, তখনই বুর্জোয়াশ্রেণীর নানা রঙের, নানা ঢঙের, সোস্যালিস্ট-কমিউনিস্ট প্রভৃতি নানা মার্কাধারী দালালগোষ্ঠী ধনতন্ত্র আর সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসাবশেষকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে মার্কসবাদকে অকেজো প্রমাণ করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। "বিপ্লব প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে সংহত ক'রে তোলে"—মার্কসের এই শিক্ষা আজ পূর্বাপেক্ষা লক্ষগুণ বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছে। বুর্জোয়াশ্রেণী আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে নিস্কৃতি লাভের জন্য নানা কৌশলে এমন কি কমিউনিস্ট আন্দোলনেও—বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যেও তাদের দালাল সৃষ্টি ও অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। এই দালালগোষ্ঠী আজ এমনকি লেনিন-স্তালিনের গড়া সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও আসর জমিয়ে বসেছে। তারাই আজ 'শ্রেণী-সমন্বয়বাদ', 'শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ'-এর মতবাদ, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পরিবর্তে 'জনসাধারণের পার্টি'র মতবাদ, ধনতন্ত্রের তথা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের 'সহ-অবস্থান'-এর মতবাদ প্রভৃতি হাজারো রকমের বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া মতবাদের ধূম্রজাল সৃষ্টি করছে। ভারতের "মার্কসবাদী" আর অ-মার্কস্‌বাদী—এই দুই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বও তাদের দলভুক্ত। তাদের কাছে এখন আর সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসের জন্য, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য, সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন নেই, বুর্জোয়া নির্বাচনের দ্বারাই রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হবে।

মার্কস্‌-এঙ্গেলস্‌ ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি মেলে যেন আজকের বুর্জোয়াশ্রেণীর

এই ছদ্মবেশী সোসালিস্ট-কমিউনিস্ট দালালদের প্রতিক্রিয়াশীল ক্রিয়াকলাপ দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তাঁরা তাঁদের রচিত **কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে** এদের সম্বন্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। তাঁরাই বলে গেছেন, বুর্জোয়াশ্রেণী আর তাদের এই সব সেবকদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও বিপ্লব জয়যুক্ত হবে, বিপ্লবের জয় অনিবার্য। যত ইচ্ছা লেজ তুলে লাফাক, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করুক নীলবর্ণ শৃগালের দল — বুর্জোয়াদের ছদ্মবেশী দালালের দল, মার্কসের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হবে, এই সংশোধনবাদী দালালদের আবর্জনাদের মত ঝেঁটিয়ে ফেলে বিপ্লব এগিয়ে যাবে। মার্কসের শিক্ষা, **ক্যাপিটাল** মহাগ্রন্থের নির্দেশ অভ্রান্ত।

মার্কস্-এঙ্গেলস্ তাঁদের জীবিতকালে এই সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদীদের মুখোস খুলে দিয়ে তাদের সত্য পরিচয় উদ্ঘাটিত করে গেছেন। তাঁদের মৃত্যুর পর সে কাজের ভার গ্রহণ করেছেন এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নায়ক লেনিন আর তাঁর দুই মহান শিষ্য স্তালিন ও মাও সে-তুঙ। সকল প্রকার সংশোধনবাদের মূলোচ্ছেদ করতে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মার্কসীয় তত্ত্বসমূহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন, সেইসব তত্ত্বের আরও বিকাশ ঘটিয়েছেন। মার্কসের যুগান্তকারী বৈপ্লবিক শিক্ষাকে বিকৃত করার সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে লেনিন-স্তালিন-মাও সে-তুঙ মার্কস্‌বাদের বিজয়পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন এবং সমাজের পরিবর্তিত অবস্থা অনুযায়ী মার্কস্‌বাদের আরও বিকাশ ঘটিয়েছেন। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুগে মার্কস্‌বাদকে প্রয়োগ ক'রে লেনিন একে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বে পরিণত করেছেন। তাই লেনিনবাদ হল সাম্রাজ্যবাদী যুগের, শ্রমিক-বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ। সর্বাধুনিককালে ধনতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক দেশের অবস্থায় বিপ্লবের জন্য স্তালিন আর মাও সে-তুঙ মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদকে প্রয়োগ ক'রে গড়ে তুলেছেন জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব। **তাই স্তালিন আর মাও সে-তুঙের চিন্তাধারা হল এযুগের মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ।**

।। ছয় ।।

ক্যাপিটাল গ্রন্থে মার্কস্ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, যেখানে ধনতন্ত্রের সৃষ্টি ও বিকাশ হয়েছে, সেইখানেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির মূল নিয়মগুলি সমানভাবে কাজ করে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং বৈপ্লবিক কর্মপ্রণালীর দিক থেকে মার্কসের এই আবিষ্কারটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ধনতন্ত্রের যুগে ধনতন্ত্রের একটা সমগ্র বিশ্বব্যবস্থায় পরিণত হবার ঝোঁক বোঝবার পক্ষে মার্কসের এই আবিষ্কারটি অপরিহার্য। এই আবিষ্কারই সমগ্র বিশ্বের শ্রমিক ঐক্য সুদৃঢ় ক'রে তোলবার এবং বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক শক্তি সংহত করবার দৃঢ়ভিত্তি রচনা করেছে।

মার্কস্ দেখিয়েছেন, যেখানেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান সেখানেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির মূল নিয়মগুলিও একইভাবে কাজ করবে, সেখানেই শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষও অব্যাহত থাকবে, সেখানেই বৃহৎ শিল্প ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে গ্রাস করবে, সেখানেই শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র-দুর্দশা বেড়ে চলবে আর বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ সঞ্চিত হতে থাকবে, সেখানেই কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে, সেখানেই সমগ্র শ্রমজীবী জনসাধারণের জীবন ও জীবিকা ধ্বংস হতে থাকবে। এসব প্রত্যেকটি ধনতান্ত্রিক দেশের পক্ষেই সত্য। এ অবস্থা থেকে কোন ধনতান্ত্রিক দেশই অব্যাহতি পাবে না। এই অবস্থা চরম রূপ ধারণ করেছে ধনতন্ত্রের একচেটিয়া অবস্থায়।

মার্কসের পর লেনিন ধনতন্ত্রের এক নতুন স্তর আবিষ্কার করেছেন। লেনিন দেখিয়েছেন, প্রত্যেক দেশেরই ধনতান্ত্রিক বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্র একচেটিয়া ধনতন্ত্রে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়, সমাজের উপর একচেটিয়া ধনতন্ত্রের, সাম্রাজ্যবাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ধনতন্ত্রের এই একচেটিয়া অবস্থায় অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরের নিয়মটিই লেনিনের আবিষ্কার। তিনি তাঁর "সাম্রাজ্যবাদ—ধনতন্ত্রের উচ্চতম স্তর" নামক গ্রন্থে ধনতন্ত্রের এই রূপান্তরকে অভ্রান্ত সত্যরূপে প্রমাণিত করেছেন। মার্কসের যুগ ছিল ধনতন্ত্রের

প্রতিযোগিতামূলক স্তরের যুগ। তাঁর **ক্যাপিটাল** ধনতন্ত্রের এই স্তরেরই বিশ্লেষণ নিয়ে রচিত। **ক্যাপিটাল** গ্রন্থে মার্কস্ ধনতন্ত্রের যে ভিত্তি ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন তারই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে লেনিনের এই আবিষ্কৃত সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদের রূপান্তর সম্বন্ধীয় তত্ত্বের আলোকেই লেনিন বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুগের শ্রমিক-বিপ্লব ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন।

জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের অভ্রান্ততা প্রমাণিত। মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ যে প্রত্যেকটি ধনতান্ত্রিক দেশের, প্রত্যেক পরাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তাও আজ অভ্রান্ত সত্য। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল নিয়মাবলী অনুসারেই প্রত্যেকটি ধনতান্ত্রিক দেশের বিকাশ ঘটে। তাই গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের একই নিয়ম প্রত্যেকটি ধনতান্ত্রিক দেশেই প্রযোজ্য। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুগে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের এই পথ নির্দেশ করেছেন লেনিন আর তাঁর শিষ্য স্তালিন ও মাও সে-তুঙ। রুশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়েই এপথের চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে গেছে। সেই পথ ধরেই জয়লাভ করেছে চীনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। সেই পথ ধরেই বিশ বছর ধরে চলেছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েৎনাম আর লাওস-এর জনগণের মুক্তি-সংগ্রাম। সেই পথ ধরেই আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার জনগণ দৃঢ়পদে এগিয়ে চলেছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে। সেই পথ ধরেই এই সব সংগ্রাম জয়লাভ করে শেষ পর্যন্ত পরিণত হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে। ভারতের মুক্তির পথও মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে জনগণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে প্রসারিত।

মার্কস্ যখন **ক্যাপিটাল** রচনা করেন তখন ছিল ধনতন্ত্রের বিকাশের যুগ। মার্কসের মৃত্যুর পর, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে ধনতন্ত্র তার সর্বশেষ স্তরে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে প্রবেশ করতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদ হল পতনোন্মুখ ধনতন্ত্র। এখান থেকেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগের আরম্ভ।

সাম্রাজ্যবাদের যুগে, ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকটের যুগে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে **ক্যাপিটাল** গ্রন্থের বিপুল তাৎপর্যপূর্ণ বৈপ্লবিক তত্ত্বকে বর্তমান যুগোপযোগী আরও নতুন নতুন তত্ত্ব দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছেন লেনিন-স্তালিন-মাও সে-তুঙ। মার্কসের বৈপ্লবিক ভিত্তিতে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ অবদান দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী আর শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির হাতে তুলে দিয়েছেন বিপ্লবের নতুন নতুন শাণিত অস্ত্রশস্ত্র। ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রাম পরিচালনার জন্য, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য তাঁরা প্রয়োজনীয় বাস্তব পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাজনীতিক ক্ষমতা দখলের পর সোভিয়েত রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লেনিন আর স্তালিন মার্কসের **ক্যাপিটাল** গ্রন্থের নির্দেশগুলিকে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন এবং তা করতে গিয়ে তাঁরা গড়ে তুলেছেন সমাজতন্ত্রের নতুন অর্থনীতি। **ক্যাপিটাল** গ্রন্থে মার্কসের বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত আর নির্দেশগুলিই সেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি।

মার্কস্-এঙ্গেলস্-লেনিন-স্তালিন-মাও সে-তুঙ আমাদের শিখিয়েছেন, ধনতন্ত্র নিজ থেকে ভেঙে পড়বে না, সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রচণ্ড আঘাতেই তার অবসান হবে। শ্রমজীবী জনসাধারণের সহায়তায় শ্রমিকশ্রেণীকেই কবরস্থ করতে হবে ধনতন্ত্র তথা সাম্রাজ্যবাদকে। শ্রমিকশ্রেণীর সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক অমোঘ অস্ত্র মার্কসের **ক্যাপিটাল** মহাগ্রন্থ। শ্রমিকশ্রেণীর ব্যবহারের জন্যই ধনতন্ত্র তথা সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুবাণ এই **ক্যাপিটাল** মহাগ্রন্থের মধ্যেই রেখে গেছেন মার্কস্। মৃত্যুবাণটিকে আরও শাণিত ক'রে তুলেছেন লেনিন-স্তালিন-মাও সে-তুঙ। এবার দিকে দিকে শুরু হয়ে গেছে সেই মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করবার পালা। মার্কস্ তাঁর **ক্যাপিটাল** মহাগ্রন্থেই সেই কাজ শুরু করবার প্রথম নির্দেশ-বাণী ঘোষণা করেছিলেন। চিরজীবী হোক মার্কসের মহাগ্রন্থ **ক্যাপিটাল**।

কার্ল মার্কসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ভি. আই. লেনিন

১৮১৮ সালের ৫ই মে ট্রিয়ার শহরে (প্রুশিয়ার রাইন অঞ্চল) কার্ল মার্কসের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন আইনজীবী, ইহুদী, ১৮২৪ সালে তিনি প্রটেস্ট্যান্ট ক্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। পরিবারটির অবস্থা ছিল সচ্ছল ও সংস্কৃতিবান। বিপ্লবী তাঁরা ছিলেন না। ট্রিয়ারের স্কুল থেকে পাশ করে মার্কস প্রথমে বন এবং পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কস আইনশাস্ত্র পড়েছিলেন, কিন্তু বিশেষ করে অধ্যয়ন করেন ইতিহাস ও দর্শন। ১৮৪১ সালে তিনি পাঠ সাঙ্গ করে এপিকিউরাসের[১] দর্শন সম্পর্কে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়-থিসিস পেশ করেন। মতামতের দিক থেকে মার্কস সে সময় ছিলেন হেগেলপন্থী[২] ভাববাদী। বার্লিনে তিনি 'বামপন্থী হেগেলবাদী' (ব্রুনো বাউয়ের[৩] প্রভৃতি) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হেগেলের দর্শন থেকে এঁরা নাস্তিক ও বিপ্লবী সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করতেন।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরুবার পর মার্কস অধ্যাপক হবেন আশা করে বন শহরে আসেন। কিন্তু সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে (১৮৩২ সালে লিউড্‌ভিক ফয়েরবাখকে[৪] অধ্যাপক পদ থেকে বিতাড়ন, ১৮৩৬ সালে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি না-মঞ্জুর, ১৮৪১ সালে বন-এ তরুণ অধ্যাপক ব্রুনো বাউয়েরের বক্তৃতা নিষিদ্ধকরণ) মার্কস একাডেমিক জীবন-যাপনের আশা ছাড়তে বাধ্য হন। সেই সময় জার্মানিতে বামপন্থী হেগেলবাদীদের মতামত অতি দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠেছিল। লিউড্‌ভিক ফয়েরবাখ বিশেষ করে ১৮৩৬ সালের পর থেকে ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা শুরু করেন এবং বস্তুবাদের দিকে মোড় ফেরেন। ১৮৪১ সালে তাঁর দর্শন-চিন্তায় ('খ্রীষ্টধর্মের সারমর্ম' গ্রন্থে) বস্তুবাদ প্রধান হয়ে ওঠে; ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ভবিষ্যৎ দর্শনশাস্ত্রের মূলসূত্র'। ফয়েরবাখের এই সব রচনা সম্পর্কে এঙ্গেলস্ পরে লিখেছিলেন, 'বইগুলি যে মুক্তির হাওয়া বইয়ে দিয়েছিল, তার মর্ম শুধু ভুক্তভোগীরাই জানে।' 'আমরা' (অর্থাৎ মার্কস সমেত বামপন্থী হেগেলবাদীরা) 'সকলেই তখনই ফয়েরবাখপন্থী হয়ে উঠলাম।' এই সময় বামপন্থী হেগেলবাদীদের সঙ্গে যাদের কিছু কিছু মিল ছিল রাইন অঞ্চলের এমন কিছু র‍্যাডিকাল বুর্জোয়া কোলোন শহরে 'রাইনীশ ৎসাইতুং' নামে সরকার বিরোধী একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করে (প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৪২ সালের ১লা জানুয়ারি)। মার্কস ও ব্রুনো বাউয়েরকে পত্রিকাটির প্রধান লেখক হবার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৮৪২ সালের অক্টোবরে মার্কস পত্রিকাটি

প্রধান সম্পাদক হয়ে বন থেকে কোলোনে চলে আসেন। মার্কসের সম্পাদনায় পত্রিকাটির বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক প্রবণতা উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে এবং সরকার পত্রিকাটির ওপর প্রথমে দুই দফা ও তিনদফা সেন্সর ব্যবস্থা স্থাপন এবং পরে ১৮৪৩ সালের ১লা জানুয়ারি সিদ্ধান্ত করেন পত্রিকাটিকে একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে। তার আগেই মার্কসকে কাগজের সম্পাদনায় ইস্তফা দিতে হয়। কিন্তু ইস্তফা দিয়েও পত্রিকাটি রক্ষা পেল না, ১৮৪৩ সালের মার্চ মাসে সেটি বন্ধ হয়ে গেল। 'রাইনীশ ৎসাইতুং' পত্রিকায় মার্কসের প্রধান প্রধান লেখা ছাড়াও মোজেল উপত্যকায় আঙুর চাষীদের অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধের উল্লেখ এঙ্গেল্‌স্ করেছেন। সাংবাদিকতার কাজে নেমে মার্কস বুঝলেন অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় নেই তাই এ বিষয়ে তিনি সাগ্রহে পড়াশুনা শুরু করলেন।

১৮৪৩ সালে ক্রয়েজ্‌নাক্‌ শহরে মার্কস জেন্নী ফন ওয়েস্ট্‌ফালেনকে[৬] বিবাহ করেন। জেন্নী তাঁর বাল্যবন্ধু, ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁদের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। মার্কসের স্ত্রী প্রুশিয়ার এক প্রতিক্রিয়াপন্থী অভিজাত পরিবারের মেয়ে। প্রুশিয়ার সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল যুগে, ১৮৫০–১৮৫৮ সালে এঁর বড়ো ভাই প্রুশিয়ার স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন। আর্নল্ড রুগে[৬] (রুগের জন্ম ১৮০২, মৃত্যু ১৮৮০; বামপন্থী হেগেলবাদী, ১৮২৫–১৮৩০ কারাবাস, ১৮৪৮ সালের পর স্বদেশ থেকে পলাতক; ১৮৬৬–১৮৭০ সালের পর বিস্‌মার্কপন্থী[৭]), এর সঙ্গে একত্রে বিদেশ থেকে একটি র‍্যাডিক্যাল পত্রিকা বার করার জন্যে মার্কস ১৮৪৩ সালের শরৎকালে প্যারিসে আসেন। 'দ্বৎশ্‌ ফ্রান্‌ৎসসিশ য়ারবুখার' নামক এই পত্রিকাটির শুধু একটি সংখ্যাই বার হয়েছিল। জার্মানিতে গোপনে কাগজ বিলির অসুবিধা হওয়ায় এবং রুগের সঙ্গে মত না মেলায় কাগজটি বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকায় মার্কস যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে তখনই তিনি বিপ্লবীরূপে বেরিয়ে আসেন; 'প্রচলিত সব কিছুর নির্মম সমালোচনা' বিশেষ করে 'সশস্ত্র শক্তির সমালোচনা' করার জন্যে তিনি প্রচার করেছিলেন এবং আবেদন জানিয়েছিলেন জনগণ ও প্রলেটারিয়েটের কাছে।

১৮৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে এঙ্গেল্‌স্ কয়েকদিনের জন্যে প্যারিসে আসেন এবং তখন থেকে মার্কসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। উভয়েই তাঁরা প্যারিসের তদানীন্তন বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির উত্তেজনাময় জীবনে অত্যন্ত সক্রিয় অংশ নেন (আর এদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল প্রুধোঁর[৮] মতবাদ, ১৮৪৭ সালে মার্কস তাঁর 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থে সে মতকে ধূলিসাৎ করেছিলেন) এবং পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের নানাবিধ মতবাদের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে বিপ্লবী প্রলেটারীয় সমাজতন্ত্র অথবা সাম্যবাদের (মার্কসবাদের) তত্ত্ব ও রণকৌশল গড়ে তোলেন। প্রুশীয় সরকার বারবার দাবি করতে থাকায় ১৮৪৫

সালে বিপজ্জনক বিপ্লবী বলে মার্কসকে প্যারিস থেকে বহিষ্কার করা হয়। মার্কস ব্রুসেল্‌স-এ আসেন এবং ১৮৪৭ সালের বসন্তে তিনি ও এঙ্গেল্‌স্‌ 'কমিউনিস্ট লীগ' নামে একটি গুপ্ত প্রচার সমিতিতে যোগ দেন; লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (লণ্ডন, ১৮৪৭ সালের নভেম্বর) তাঁরা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং কংগ্রেসের অনুরোধে তাঁরা সুপ্রসিদ্ধ 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' রচনা করেন, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সে লেখা প্রকাশিত হয়। প্রতিভাবানের যোগ্য প্রাঞ্জলতা ও চমৎকারিত্বের সঙ্গে এই রচনাটিতে উপস্থিত করা হল নতুন বিশ্ববীক্ষার রূপরেখা — সুসঙ্গত বস্তুবাদ সমাজজীবনের ক্ষেত্রের উপরও যা প্রসারিত, বিকাশের সব থেকে সর্বাঙ্গীণ ও সুগভীর মতবাদ হিসাবে উপস্থিত করা হল দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব, শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদ এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টা, প্রলেটারিয়েটের যুগান্তকারী বিপ্লবী ভূমিকার তত্ত্ব।

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হওয়ায় মার্কস বেলজিয়াম থেকে নির্বাসিত হন। তিনি আবার প্যারিসে চলে এলেন এবং মার্চ বিপ্লবের পর ফিরে যান জার্মানিতে কোলোন শহরে। এইখানে প্রকাশিত হয় 'নিউ রাইনীশ্‌ ৎসাইতুং' পত্রিকা, ১৮৪৮ সালের ১লা জুন থেকে ১৮৪৯ সালের ১৯শে মে পর্যন্ত মার্কস ছিলেন তার প্রধান সম্পাদক। মার্কসের নতুন তত্ত্বের চমৎকার সমর্থন পাওয়া গেল ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবী ঘটনাস্রোতের মধ্যে এবং তখন থেকে পৃথিবীর সব দেশের সমস্ত প্রলেটারীয় ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যেই তার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে আসছে। প্রতিবিপ্লব জয়লাভ করার পর মার্কসকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয় (১৮৪৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তিনি ছাড়া পান) এবং পরে জার্মানি থেকে নির্বাসিত করা হয় (১৮৪৯ সালের ১৬ই মে)। মার্কস প্রথমে প্যারিসে গেলেন, ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুনের শোভাযাত্রার পর সেখান থেকেও পুনরায় নির্বাসিত হয়ে লণ্ডনে আসেন এবং সেখানেই বাকি জীবন কাটান।

মার্কসের নির্বাসিত জীবন অত্যন্ত কষ্টে কাটে, মার্কস এঙ্গেল্‌স পত্রাবলী (১৯১৩ সালে প্রকাশিত) থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। সপরিবারে মার্কসকে নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে পড়তে হয়; এঙ্গেল্‌সের নিরন্তর ও নিঃস্বার্থ অর্থ-সাহায্য না পেলে মার্কসের পক্ষে 'পুঁজি' বইখানি শেষ করা তো হতই না, অভাবের তাড়নায় প্রাণে বেঁচে থাকাও তাঁর অসম্ভব হত। তাছাড়া, পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র ও সাধারণভাবে অ-প্রলেটারীয় সমাজতন্ত্রের তদানীন্তন প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে মার্কসকে বাধ্য হয়ে নিরন্তর কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে এবং মাঝে মাঝে জঘন্যতম রকমের বর্বর ব্যক্তিগত আক্রমণও প্রতিহত করতে হয়েছে ('হের ফগ্‌ট্‌'[*] পুস্তিকা)। নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মীদের দল ও গোষ্ঠী থেকে নিজেকে তফাৎ করে নিয়ে মার্কস তাঁর একাধিক যুগান্তকারী

রচনায় বস্তুবাদী তত্ত্ব বিকশিত করে তোলেন, এবং প্রধানত অর্থশাস্ত্রের পর্যালোচনায় ব্যাপৃত থাকেন। এই বিজ্ঞানটির ক্ষেত্রে মার্কস তাঁর 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা' (১৮৫৯) এবং 'পুঁজি' (প্রথম খণ্ড, ১৮৬৭) রচনা করে বিপ্লব-সাধন করেছেন।

গত শতাব্দীর ষাট দশকের শেষে ও সপ্তম দশকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের যুগে মার্কস আবার প্রত্যক্ষ কার্যকলাপের মধ্যে ফিরে আসেন। ১৮৬৪ সালে (২৮শে সেপ্টেম্বর) লণ্ডনে 'আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতি'র — বিখ্যাত প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা হয়। মার্কস ছিলেন এই সংগঠনের প্রাণস্বরূপ। এ সঙ্ঘের প্রথম 'অভিভাষণ' এবং বহুবিধ প্রস্তাব, ইশ্‌তেহার ও ঘোষণাপত্র তাঁরই লেখা। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করে, বিভিন্ন ধরনের প্রাক-মার্কসীয় অ-প্রলেটারীয় সমাজতন্ত্রবাদকে (মাৎসিনি[১০], প্রুধোঁ, বাকুনিন[১১], ইংলণ্ডের উদারনীতিক ট্রেড ইউনিয়নবাদ, জার্মানিতে লাসালপন্থীদের[১২] দক্ষিণপন্থী ঝোঁক ইত্যাদি) সংযুক্ত সংগ্রামের পথে টেনে আনার জন্যে চেষ্টা করে, এবং এই সব দল ও ক্ষুদে গোষ্ঠীগুলির মতবাদের সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে চালাতে মার্কস বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনের জন্যে প্রলেটারীয় সংগ্রামের একটি সাধারণ রণকৌশল গড়ে তোলেন। প্যারী কমিউনের একটি সুগভীর, পরিষ্কার, চমৎকার ও কার্যকরী বিপ্লবী ব্যাখ্যা মার্কস উপস্থিত করেন ('ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ', ১৮৭১ বইখানিতে); প্যারী কমিউনের পতন ও বাকুনিনপন্থীগণ কর্তৃক প্রথম আন্তর্জাতিকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পর ইউরোপে সংগঠনটিকে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ল। আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসের (১৮৭২) পর মার্কসের উদ্যোগে আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদ নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত হয়। প্রথম আন্তর্জাতিকের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশে শ্রমিক আন্দোলনের অনেক বেশি বৃদ্ধির একটা যুগ — আন্দোলন যখন প্রসার লাভ করে চলেছে এবং যখন ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে ব্যাপক ভিত্তির সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির সৃষ্টি হচ্ছে এমন একটা যুগের জন্যে প্রথম আন্তর্জাতিক পথ করে দিয়ে গিয়েছিল।

আন্তর্জাতিকের কাজে কঠিন পরিশ্রম এবং তত্ত্বগত কাজের জন্যে কঠিনতর মেহনত করার ফলে মার্কসের স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। অর্থশাস্ত্রকে ঢেলে সাজানো এবং 'পুঁজি' বইখানিকে সম্পূর্ণ করার জন্যে তিনি রাশি রাশি নতুন তথ্য সংগ্রহ করছিলেন ও একাধিক ভাষা (যথা রাশিয়ান) আয়ত্ত করছিলেন এবং এই ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যে 'পুঁজি' বইখানি সম্পূর্ণ করা তাঁর হয়ে উঠল না।

১৮৮১ সালের ২রা ডিসেম্বর তাঁর স্ত্রী মৃত্যু হয়। ১৮৮৩ সালের ১৪ই মার্চ আরাম কেদারায় শান্তভাবে মার্কস তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। লণ্ডনের হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে মার্কসকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে সমাধিস্থ করা হয়। মার্কসের সন্তানদের

মধ্যে কিছু বাল্যবয়সেতেই মারা যায় লণ্ডনে, যখন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পরিবারটি বাস করছিল। এলেওনোরা অ্যাভেলিং[১৩], লাউরা লাফার্গ[১৪] ও জেনী লংগে[১৫] — মেয়েদের এই তিনজনের বিয়ে হয় ইংরেজ ও ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে। শেষোক্ত জনের পুত্র ফরাসী সোস্যালিস্ট পার্টির একজন সভ্য।

---

১. এপিকিউরাস—প্রাচীন গ্রীসের বস্তুবাদী দার্শনিক।/ ২. হেগেল (১৭৭০–১৮৩১)— বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক, বিষয়নিষ্ঠ ভাববাদী, সবিস্তারে ভাববাদী দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব গড়ে তোলেন।/ ৩. বাউরে (Bauer) ব্রুনো (১৮০৯–১৮৮২)— জার্মান দার্শনিক ভাববাদী, তরুণ হেগেলপন্থী প্রধানদের অন্যতম।/ ৪. ফয়েরবাখ (১৮০৪–১৮৭২)— প্রাক-মার্কসবাদী যুগের বিশিষ্ট জার্মান বস্তুবাদী দার্শনিক।/ ৫. মার্কস জেনী (বিয়ের আগের তাঁর নাম ছিল ফন-ওয়েস্ট্‌ফালেন) (১৮১৪–১৮৮১)— মার্কসের স্ত্রী।/ ৬. রুগে (Ruge) আর্নল্ড্ (১৮০২–১৮৮০)— জার্মান প্রবন্ধকার।/ ৭. বিস্‌মার্ক (Bismarck) অটো এডুআর্ড (১৮১৫–১৮৯৮)— প্রিন্স; স্বৈরতন্ত্রবাদী, প্রুশিয়ার রাষ্ট্রীয় কর্মী। জার্মান সাম্রাজ্যের প্রথম চান্সেলর (১৮৭১–১৮৯০)। প্রুশিয়ার নেতৃত্বে ইনিই বলপ্রয়োগের দ্বারা জার্মানির একীকরণ সাধন করেন।/ ৮. প্রুধোঁ (১৮০৯–১৮৬৫)— ফরাসী অর্থনীতিবিদ, পেটি বুর্জোয়াদের প্রবক্তা, নৈরাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা।/ ৯. ফগ্‌ট্ (১৮১৭–১৮৯৫)— জার্মান অর্বাচীন বস্তুবাদী, শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের একান্ত শত্রু।/ ১০. মাটসিনি (১৮০৫–১৮৭২)— ইতালির পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রবাদী।/ ১১. বাকুনিন, (১৮১৪–১৮৭৬— নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তা, মার্কসবাদের একান্ত শত্রু।/ ১২. লাসাল্ ফের্দিনান্দ (১৮২৫–১৮৬৪)— জার্মান সমাজতন্ত্রবাদী, নিখিল জার্মান শ্রমিকদের সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। রাজনৈতিক প্রশ্নে সুবিধাবাদী।/ ১৩. অ্যাভেলিং এলেওনোরা (১৮৫৫–১৮৯৮)— মার্কসের কনিষ্ঠা কন্যা, ইংরেজ সমাজতন্ত্রবাদী অ্যাভেলিং এডুআর্ড-এর স্ত্রী। ইংরেজ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে ইনি সক্রিয় অংশ নেন।/ ১৪. লাফার্গ লাউরা (১৮৪৫–১৯১১)— মার্কসের দ্বিতীয়া কন্যা, ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদী পল লাফার্গের স্ত্রী।/ ১৫. লংগে (Longuet) জেনী (১৮৪৪ — ১৮৮৩) — মার্কসের জ্যেষ্ঠা কন্যা, ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদী শার্ল লংগের স্ত্রী।

Karl Marx

কার্ল মার্কস

৫ মে ১৮১৮—১৪ মার্চ ১৮৮৩

এই বাড়িতে জন্মান মার্কস

কার্ল মার্কসের জন্মস্থান—ট্রিয়ার শহর
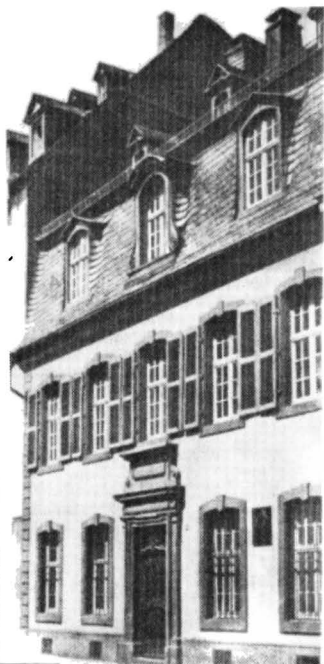
কার্ল মার্কস, ছাত্র

কার্ল মার্কস, ১৮৬১
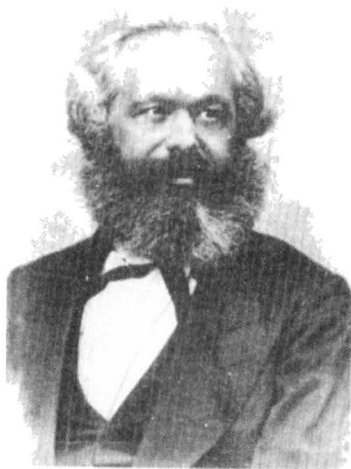
কার্ল মার্কস, ১৮৬৭

কার্ল মার্কস, ১৮৭২
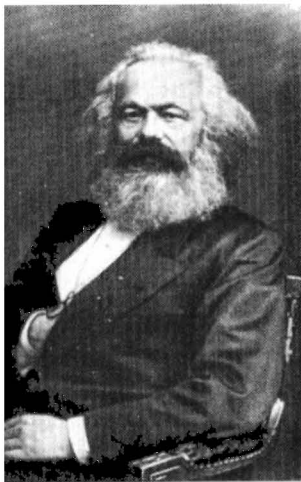
কার্ল মার্কস, ১৮৭৫

কার্ল মার্কস, ১৮৮২

প্রিয় কার্ল, তুমি শুধু আমার জন্যই ভালো থেকো।—য়েনী

লণ্ডনের হাইগেট-এ
কার্ল মার্কসের সমাধি
—এখানেই প্রিয়তমা পত্নী য়েনীর পাশে
শায়িত আছেন
মানব-ইতিহাস বিকাশের
এবং
উদ্বৃত্ত মূল্য সংক্রান্ত তত্ত্বের
আবিষ্কারক
মহান বিপ্লবী কার্ল মার্কস

মার্কস-পত্নী কেবল তাঁর স্বামীর অদৃষ্ট, শ্রম ও সংগ্রামের ভাগীদারই ছিলেন না, তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে এবং প্রবল আবেগের সঙ্গে সে সবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন।—এঙ্গেলস

মার্কস-পত্নী য়েনী (জেনী)

জন্ম : ১৮১৪ / বিবাহ : ১৮৪৩ / মৃত্যু : ২ ডিসেম্বর, ১৮৮১

মার্কসের বিবাহিত জীবন ৩৮ বছর। জীবিতকালে দেখতে হয় স্ত্রীর যক্ষায় মৃত্যু, ২ পুত্রের মৃত্যু (গিডো ১ বছরে, এডগার ৮ বছরে), ২ কন্যার মৃত্যু (ফ্রানৎজিস্কা ১ বছরে, জ্যেষ্ঠা কন্যা জেন্নী ৩৮ বছরে)। এছাড়া সপ্তম সন্তানও ১৮৫৭ সালে জন্মের কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যায়।

পুত্র এডগার ও কন্যা ফ্রানৎজিস্কা-র মৃত্যুর পর সৎকারের অর্থ ধার করতে হয়। দারিদ্র স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের স্বাস্থ্য ভগ্ন করে—রোগগ্রস্থ করে দেয়। প্রায়ই অনাহার, অর্ধাহার অথবা রুটি ও আলু হত পরিবারের একমাত্র খাদ্য।

এসব নিয়েই স্ত্রীর মৃত্যুর দেড় বছর বাদে ১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ আরাম কেদারায় শান্তভাবে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ৬৫ বছর বয়সের কার্ল মার্কস।

এঙ্গেলস, মার্কস ও তিন কন্যা
জেন্নী, এলেওনোরা, লরা), ১৮৬৪

জ্যেষ্ঠা কন্যা জেন্নীর সঙ্গে, ১৮৬৯

তিন কন্যা মার্কসের কাজের সাহায্য করত। মা য়েনী ঠাট্টা করে এঙ্গেলসকে লেখেন—

'আমার মনে হয়, শীঘ্রিই আমার মেয়েরা আমার চাকরি ছাড়াবে।...দুঃখের বিষয়, আমার এই সুদীর্ঘ সেক্রেটারি জীবনের শেষে কোন পেনসনের ব্যবস্থা নেই।'

লরা
(দ্বিতীয় কন্যা)

এডগার
(পুত্র)

এলেওনোরা
(কনিষ্ঠা কন্যা)

Das Kapital.

Kritik der politischen Oekonomie.

Karl Marx.

Hamburg

ক্যাপিটাল-এর প্রথম জার্মান সংস্করণ (১৮৬৭)

অভিন্নহৃদয় বন্ধু এঙ্গেলস

মার্কস কর্তৃক এঙ্গেলসকে লিখিত চিঠি

১৬ আগস্ট, ১৮৬৭, রাত ২টা

প্রিয় ফ্রেড,

বইটির শেষ পাতাটা (৪৯ তম) সংশোধন করা এইমাত্র শেষ করেছি। পরিশিষ্টের জন্য— মূল্যের রূপ— লাগবে ছোট হরফে ১$\frac{১}{৪}$ পাতা।

ঐটারই পূর্বভাষ সংশোধন করে গতকাল পাঠানো হয়েছে। তা হলে এই খণ্ডটা শেষ হল। শুধু তোমারই কল্যাণে এটা সম্ভব হল। তোমার আত্মত্যাগ ছাড়া আমি একা তিন খণ্ডের জন্য বিপুল কাজ সম্ভবত কখনোই করে উঠতে পারতাম না। তোমাকে আমি ধন্যবাদ সহকারে আলিঙ্গন করছি!

এই সঙ্গে সংশোধিত প্রুফের দুটি পাতা সংলগ্ন করা হল।

পরম ধন্যবাদের সঙ্গে ১৫ পাউণ্ডের প্রাপ্তিস্বীকার করছি।

অভিনন্দনসহ, প্রীতিভাজন, প্রিয় বন্ধু আমার!

ভবদীয় ক. মার্কস

КРИТИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМІИ.

КАРЛА МАРКСА

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

ক্যাপিটাল-এর রুশ সংস্করণের নামপত্র, ১৮৭২

A CRITICAL ANALYSIS OF CAPITALIST
PRODUCTION

By KARL MARX

FREDERICK ENGELS

VOL. I

ক্যাপিটাল-এর ইংরেজি সংস্করণের নামপত্র, ১৮৮৭

কার্ল মার্কস *ক্যাপিটাল* চার-দশক ধরে লেখেন—শেষ হয় ১৮৬৫ সালে।

Manifest
der
Kommunistischen Partei.

London.

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র
প্রথম জার্মান সংস্করণ, ১৮৪৮
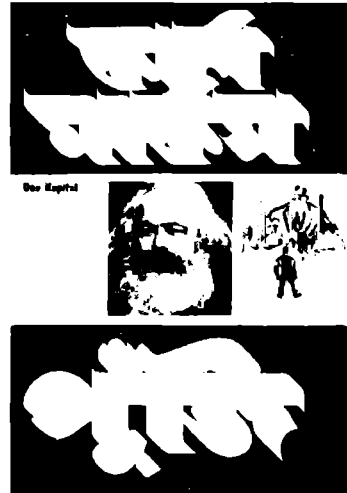
সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে
প্রকাশিত বাংলা সংস্করণ

কার্ল মার্কসের বংশধারা